শিরীষচক গ্রামের লোধা শবরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিবেদন

শিরীষচক গ্রামের লোধা শবরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিবেদন

আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাদের পরামর্শ ও উপদেশ
গুরুত্বপুর্ণ
অধ্যাপক সুভাশিষ দাস ও অধ্যাপিকা মীনাক্ষী দাস

রোল :- 1121149 নম্বর :- 220003

রেজিস্ট্রেশন নং :- **VU221490756**

শিক্ষাবর্ষ :- ২০২২ - ২০২৩

SITANANDA COLLEGE

ESTD - 1960

P.O.&P.S. – NANDIGRAM : DIST,- PURBA MEDINIPUR
NAAC ACCREDITED GRADE "B"
TELE – FAX: (03224)232295
E-mail : sitanandacollege@yahoo.in
Website : www.sitanandacollege.in

Date - 31.03.'23

CERTIFICATE

*This is to certify that **Aparna Jana** Roll-1121149,No.-220003 a student of B.Sc Ist semester honours under C.B.C.S in Anthropology. Sitananda College of 2022- 2023 academic year, did his/her fieldwork at the Sirishchak village in the district of Jhargram and prepared this report under our supervision. He/She was very sincere and dutiful during the field work and preparation of the report. He/She is a very sincere and hardworking scholar. Our recommendation of him/her is of the highest order.*

S. Das 31/3/23 — Minakshi Das 31/3/2023

Prof. Subhasis Das — *Prof. Minakshi Das*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শীতানন্দ কলেজের পাঠক্রমে নির্ধারিত পাঠসূচী অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের (2022-2023) ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত (থানার অন্তর্গত) শিরিষ্ট্রক গ্রামটিতে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটি সম্পাদন করেছি। এই ক্ষেত্র সমীক্ষা করে আমরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি তাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এবং যারা আমাদের এই কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছিল ও সাহায্য করেছিল নিম্নে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের বিভাগের প্রধান (ড: বিজিতেন্দ্রিয় দেবশর্মা)কে, কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের নন্দীগ্রাম কলেজের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা সুভাশিস দাস ও ~~শিক্ষী~~ মীনাক্ষী দাসকে। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রামের কাউন্সিলার মহাশয়াকে। সর্বশেষে আমরা গ্রামবাসীদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম আমাদের এই কাজে সাহায্য করার জন্য।

এই ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে অনুমতি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই নন্দীগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ ড: আবু মাহালী কে।
সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সহপাঠীদের, বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে কাজটি সম্পাদন করার জন্য, ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে এই কাজে আমাদের প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

Date : 31/03/23

অপর্ণা জানা

Date : ?

অপর্ণা জানা

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	সূচনা	5-30
দ্বিতীয়	সমীক্ষাক্ষেত্র (ক) গ্রামের বর্ণনা (খ) গ্রামের মানচিত্র	31-40
তৃতীয়	জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ (ক) পরিসংখ্যান (খ) তালিকা	41-52
চতুর্থ	অর্থনৈতিক জীবন ব্যাক্তিগত পদ্ধতি	53-54
পঞ্চম	জীবন ইতিহাস	55-56
ষষ্ঠ	সামাজিক সংগঠন (ক) জন্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলি (খ) বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলি (গ) মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যাবলি	57-61
সপ্তম	রাজনৈতিক সংগঠন (ক) রাজনীতি	62
অষ্টম	গ্রামীন উৎসব	63-65
নবম	উপসংহার	66-67
দশম	(ক) শ্রোতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন (খ) প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা	68-70

EXAMINED

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

ভূমিকা :-

নৃবিজ্ঞান বিষয়টি বহু প্রাচীন দুটি গ্রিক শব্দ হতে Anthropology- কথার উৎপত্তি হয়েছে। একটি হল Anthropos এবং অপরটি হল Logos। প্রথম শব্দটির অর্থ হল- অধ্যয়ন। কাজেই Anthropology হল মানব বিষয়ক অধ্যয়ন, এক কথায় এর নাম এসেছে নৃ-বিদ্যা বা নৃবিজ্ঞান। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে সার্বিক ও পর্যালোচনা করে জৈবিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে সেই বিষয়কে বলা হয় Anthropology.

সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান :-

নৃবিজ্ঞানের যে বিশেষ শাখায় মানুষের সমাজ ব্যবস্থার বিবরণ ও নানান কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে সবিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে মতামত আত্মনিয়োগ করেছে, তাকেই সামগ্রিকভাবে সামাজিক নৃবিজ্ঞান বলে। মানুষ সবসময় একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বসবাস করে ও সকলের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। এই কারনে মানুষের এই পর্যায়টি আলোচ নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান সমরূপী দৃষ্টি প্রেক্ষাপটে রূপায়িত এবং অনেক ক্ষেত্রে এর মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নির্ধারন করা যায় না।

ক্ষেত্রকর্ম কি এবং কেন?

নৃবিজ্ঞান অধ্যয়নে ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এর গুরুত্ব কোনো সময় সময়েই অস্বীকার করা যায় না। মানুষকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে হলে বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে বিকশিত সমাজবদ্ধ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের সমাজধারার নানা বিষয় আলোচিত হয়। মানুষ কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করল এবং মহাকালের সীমা অতিক্রম করে মানুষ কেমন করে আপনাকে সুসম্বদ্ধ সমাজধারার স্থাপক ও নিয়ন্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল তার আনুপূর্বিক বিবরণ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির গতিশীল ধারা সমূহের একক স্বরূপ নির্ধারণ এবং সমষ্টিগত প্রকৃতির পর্যালোচনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজ সমীক্ষকের প্রত্যক্ষ অবলোকন এবং বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধান অতীব প্রয়োজনীয়। মানব সমাজের অভ্যন্তরে এই বিশেষ অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার নামই ক্ষেত্রকর্ম (Field work)। এই ক্ষেত্রকর্মই হল নৃবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। নৃবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে সমাজ সংস্কৃতির ধারার আলোচনায় ক্ষেত্রকর্ম অপরিহার্য। যখন কোনো নৃবিজ্ঞানী কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের খনন কার্যে প্রবৃত্ত হন তখন প্রত্যেকেই বহু বিস্তৃত দর্শন যোগ্য ঘটনাবলির সম্মুখীন হন। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধানী সেই সব ঘটনাবলীর হতে আপন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সমূহকে বিধিবদ্ধভাবে চয়ন করেন। ক্ষেত্র গবেষণার তথ্য সংগ্রহের মধ্যে যদি প্রামাণিকতা না থাকে তাহলে সমস্ত পরিকল্পনাই বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাহত হবে। ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রাথমিক তথ্য যদি যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত না হয় তাহলে এর তত্ত্বগত দিকটি বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। অতএব ক্ষেত্র সমীক্ষায় রত ব্যক্তিদের কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যের প্রতি বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

ক্ষেত্রকর্ম : দুটি প্রধান দিক—

ভূবিজ্ঞান পাঠনার পরিমণ্ডলে ক্ষেত্র বা Field হল গবেষণাগার। প্রতিটি বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণাগার অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় বলে, এখানেই নানা ধরনের পরীক্ষামূলক কাজকর্ম পরিচালিত হয় যার ফলে বিজ্ঞানী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার অনুসন্ধানের মতই ভূবিজ্ঞানী ক্ষেত্রকর্মের মাধ্যমে তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন। ক্ষেত্র পরিমণ্ডলে কোন একজন সমীক্ষক এইভাবে নানা প্রশ্নমালার উত্তর প্রাপ্তির জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে অন্যান্য বিজ্ঞানের গবেষণাগারের মত ভূবিজ্ঞানের গবেষণার চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই গবেষণাগার কোন একজন রসায়নবিদের গবেষণাগারের অনুরূপ নয়। মানব সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশই এখানে গবেষণাগারের রূপ ধারন করেছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত জীবনযাত্রার পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ভূবিজ্ঞানের গবেষণাগারও উদার ও অনাবৃত।

ক্ষেত্রকর্মের দুটি প্রধান দিক রয়েছে—

(১) সমীক্ষাকর্ম পরিচালনা ও তথ্য সংগ্রহ, এবং

(২) তথ্যবিশ্লেষন ও সমীক্ষা প্রতিবেদন রচনা।

প্রথম কাজটির জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহন করে সমীক্ষককে প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে কিছুদিন অতিবাহিত করে অত্যন্ত নিবিষ্ট হতে সব কিছু প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষনের মধ্যে আনতে হবে। এ সময়টি খুবই মূল্যবান; বিশেষ করে যেখানে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় সীমা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাজেই প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এসময়ের পূর্ন ব্যবহার করা যায়। ধীরস্থির ভাবে এবং বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে সমীক্ষা কার্যের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছবার প্রচেষ্টায় নিজেকে সদাসতর্ক করে রাখতে হবে। এখানে ক্ষেত্র গবেষনায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের উপযোগী সমীক্ষা কার্যাবলি এবং আনুষঙ্গিক বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :-

নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আমরা মানব সমাজের নানা গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে থাকি। সমাজের বিকাশ ও বিস্তার, তার মধ্যস্থিত প্রতিটি মানুষের দায়-দায়িত্ব, পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ও সমাজচেতনা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, আবার অন্য দিকে মিলন, মিশ্রণ ও স্নেহ-ভালবাসার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন কিভাবে মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন রূপকে প্রতিফলিত করেছে এবং কিভাবেই বা জীবনের বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক সন্নিবদ্ধ যে সব বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা করে থাকি। কিন্তু কোন বিজ্ঞান বিষয় আলোচনায় যেমন তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় নৃবিজ্ঞানেও তেমনি সমাজ-সংস্কৃতির নানা তথ্যাবলী ক্ষেত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে। ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা যেমন অজানাকে জানার একটি প্রত্যক্ষ সুযোগ দান করে, এর সাহায্যে যেমন মানুষের প্রকৃতি ও বিভিন্ন ধ্যান-ধারনার পরিচয় পাওয়া যায় অপরদিকে তেমনি এই বিষয়টির একটি বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। মানবসমাজ নানাজাতীয় সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সামাজিক ব্যাধি- চুরি ডাকাতি ও নানা অসামাজিক কার্যকলাপ। তার সঙ্গে আছে নানা সামাজিক অভিশাপ, যেমন- অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অশিক্ষা, দারিদ্র্য প্রভৃতি। আমরা জানি মানব সমাজ গতিময়- এর প্রতিটি বিন্যাস যেন জীবন্ত। সমাজ ব্যাধিগ্রস্থ হলে তার কুপ্রভাব সমগ্র মানব জীবনের উপর এসে পড়ে। সমাজের কোন ব্যাধি বা বিশেষ কোন সমস্যার আসল রহস্য বুঝতে হলে প্রণালীবদ্ধ ভাবে সামাজিক গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। এই গবেষণার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারবেন সমাজের বিশেষ কোন অঙ্গটি অসুস্থ এবং সেই অসুস্থতার উপশমে কি বিশেষ দাওয়াই প্রয়োজন তা মানব বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই স্থির করে দেবেন। অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যাযাবর ও

ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর স্থায়ীকরণ অথবা পুনর্বাসন এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিধানের মোকাবিলা করতে সর্বাগ্রেই প্রয়োজন পক্ষপাতহীন সমাজ সমীক্ষা। এই সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মানসিক গতি-প্রকৃতিও আলোচিত হয়। যাদের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হবে তাদের জীবনের মূল্যবান মনোভাব, রীতিনীতি ও বিবেচিত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। সোজা কথায় শুধু সমীক্ষার মাধ্যমেই প্রতিটি সমস্যা ও মনোবৃত্তির মূল কারণটি নির্ণীত হয় এবং কারণ নির্ণয়ে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলে আসল সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হয়।

সামাজিক ব্যবহার প্রণালী বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রসূত নয়, এর পশ্চাৎপটে কার্যকরী ভূমিকায় রয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীববিজ্ঞানীয় উপাদানসমূহ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক মূল্যমান পরিস্থিতি। মানুষ কোন দিনই এবং কোনভাবেই দুষ্কৃতকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না, একথা আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। অপরাধ প্রবণ জাতি বা আদিবাসি কথাটি আজ দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত। ভয়ানক ধরনের শাস্তিদান এবং পীড়নই যে অপরাধ কর্মের গতিরোধের একমাত্র উপায় একথাও আজ আর মনে করা যায় না। অপরাধী বা অপরাধীগোষ্ঠীর অপরাধ প্রবণতার প্রকৃত কারণ কি এবং কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাদের এ পথে নামিয়েছে একথা বিচার-বিশ্লেষণের পর দ্রুতগতিতে অপরাধীর সংস্কার সম্ভব, এর জন্য শুধু সমীক্ষা অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী পদ্ধতি। ছাড়া গ্রাম উন্নয়ন, কৃষিকাজের উন্নতি ও কৃষিপদ্ধতির নবীকরণ, জাতি সম্প্রদায়গত ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সার্থক রূপায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজন বিস্তৃততর শুধু সমীক্ষা।

<u>ক্ষেত্র কর্মের নানা প্রক্রিয়া:-</u>

ক্ষেত্র অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার পূর্বে সমীক্ষককে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, সমীক্ষককে মানসিক দিক হতে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিজেকে সমীক্ষা ক্ষেত্র বিভিন্ন সম্ভাব্য অসুবিধা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার কাজে শুরু হতেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। একথা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে যে ক্ষেত্র সমীক্ষা একটি নিয়মানুবর্তিতা ভিত্তিক কাজ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ব্যতীত সমীক্ষক কোন ক্রমেই কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেন না, সমীক্ষক একদিকে যেমন কতক-গুলি রীতিবদ্ধ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হবেন অপর দিকে নিজেকেও নানাভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষাকার্যের যোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

<u>সুযোগ্য ক্ষেত্র সমীক্ষকের গুনাবলী:-</u>

ক্ষেত্র সমীক্ষার কৃতকার্যতা পুরোপুরি ভাবে সমীক্ষকের উপর নির্ভরশীল, কাজেই সমীক্ষককে বিভিন্ন প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কতকগুলি গুনাবলি অর্জন করতে হবে। একজন সুযোগ্য ক্ষেত্রসমীক্ষকের নিম্নবর্ণিত লক্ষনাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ক) ক্ষেত্র সমীক্ষকের বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন কার্যকরান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির ভাব থাকা উচিত; কোন ক্রমেই যেন তিনি ঘটনাবলীর বাহ্যিক দিকগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গতানুগতিক মন্তব্য না করেন।

(খ) ক্ষেত্রসমীক্ষকের কল্পনাশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি বিশ্লেষনে পারদর্শী হন। সামাজিক ঘটনাবলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি যেন তাঁর

(গ) ধৈর্য এবং অধ্যবসায় ক্ষেত্র সমীক্ষকের বিশেষ বাঞ্ছিত গুন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে মানব সমাজের নানা

কার্যকারিতা অত্যন্ত নির্ভর হতে অবলোকন ও পর্যালোচনায় অসীম ধৈর্য ও প্রচুর অধ্যাবসায় প্রয়োজন।

(ঘ) ক্ষেত্র সমীক্ষকের ধীশক্তি প্রবল থাকলে সামাজিক ঘটনাবলীর তাৎক্ষনিক ক্রিয়াবিক্রিয়ার প্রতি তিনি অচিরেই আকৃষ্ট হতে পারেন এবং তখনই তাদের ত্বরিত পর্যবেক্ষন সম্ভব হয়।

(ঙ) সমীক্ষা কার্যের ধারনার (Concepts) বিষয়ে সমীক্ষকের আনুপর্বিক জ্ঞান এবং সমীক্ষার বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।

(চ) ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান থাকা সমীক্ষকের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি আলোচ্য বিষয়টির উপর পূর্বে অনুষ্ঠিত সমীক্ষা ও পর্যালোচনা সম্পর্কেও তার অবহিত থাকা উচিত।

(ছ) সমীক্ষা কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন কলা-কৌশল এবং পদ্ধতি সমূহের প্রতি ক্ষেত্র সমীক্ষকের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত এবং সমীক্ষাকালে প্রয়োজনানুযায়ী তাদের প্রয়োগের প্রতি তার সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(জ) ক্ষেত্র সমীক্ষক মানব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যবিধির প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন করেন। কাজেই তাকে খুব সামাজিক এবং ভদ্র হতে হবে— সংবাদ দাতাদের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবে মিলে-মিশে এক ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করার প্রতি তাঁকে সারাক্ষণ নজর দিতে হবে।

তথ্যাবলীর প্রকার ও উৎস:=

সামাজিক অনুসন্ধান বিভিন্ন ধরনের তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সব তথ্য বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলীর গুণসূত্রে এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার বিষয় উপস্থাপিত করে। সমীক্ষা কার্যের প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তথ্যসমূহ নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংগৃহিত হয়। তথ্যের উৎস যত প্রতিসিদ্ধ হবে তথ্যের নির্ভরশীলতা ততই বাড়বে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই তথ্য নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। সুতরাং ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ এবং নানা প্রকারের তথ্যাবলীর ধারনা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তথ্যাবলী ২টি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

(১) প্রধান তথ্য (Primary data):= সমীক্ষক যখন কার্যক্ষেত্রে সংবাদ দাতাদের নিকট হতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করেন তাকে প্রধান তথ্য বলা হয়। এই ধরনের তথ্য নানা জাতীয় প্রশ্নমালা (Questionnaire), অনুসূচি (Schedule) এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই ধরনের তথ্যাবলী সমীক্ষকের দ্বারা ক্ষেত্র হতে সোজাসুজি এবং প্রথমবার সংগৃহিত হয় বলে একে প্রাথমিক তথ্য নামেও অভিহিত করা হয়।

(২) অপ্রধান তথ্য (Secondary data):=

সমীক্ষক যখন তার অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী অপ্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেন তখন তার নাম অপ্রধান তথ্য। সাধারনত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ হতে এই ধরনের তথ্য সংগৃহিত হয়। ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী, সমীক্ষা প্রতিবেদন, জনগননা সংক্রান্ত লেখা, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এমনকি পাণ্ডুলিপি হতে অপ্রধান তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যের উৎসকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী ২ভাগে ভাগ করা যায়-

(i) লেখ্যমূলক উৎস (Documentary source).

(ii) ক্ষেত্র উৎস (Field source).

লেখ্যমূলক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, অনুরূপ এবং ~~এক~~ অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর লিখিত পুস্তকগুলি সমীক্ষককে তার কর্মপরিধির বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করে। পুস্তক ব্যতীত সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত নানা ধরনের সমীক্ষা বিবরণী, অফিস-সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের অনুসন্ধান আলেখ্য এই ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজন মেটায়, এছাড়া রয়েছে কোন সমিতি বিশেষের কার্যাবলী, আত্মজীবনী, জীবনেতিহাস, চিঠিপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা যেগুলি বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিনপঞ্জী বহু সময় সামাজিক ঘটনা বিচিত্রতার নানা অভ্যন্তরীন তথ্য সরবরাহ করে। পরিব্রাজকদের বিবরণী হতে বহু দেশ ও নানা আদিম জাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার প্রাথমিক খবরাখবর পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বিবরণী বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার নানা দিক পরিস্ফুট করে। কাজেই সমাজ সমীক্ষায় এদের কথাও ভিত্তি। ক্ষেত্র উৎস প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই পর্যায়ে সমীক্ষক নিজে প্রকৃত ~~উৎস প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে~~ কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী ও অনুসূচী তৈরি করে সমীক্ষক উত্তরদাতার নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন।

EXAMINED

ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রস্তুতি :—

ক্ষেত্র সমীক্ষা একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। কাজেই সমীক্ষাকার্যে রত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সুসমঞ্জস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। ক্ষেত্রকর্মের জন্য প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই মানব বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী তাদের অধ্যয়নের প্রচেষ্টাকে সমর্থতা দানে উদ্যোগী হয়। প্রথমে লক্ষ রাখতে হবে নৃবিজ্ঞানের কোন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষকার্য পরিচালনা করতে হবে; এরই উপর ভিত্তি করে সমীক্ষককে নানা ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতি গ্রহণ পর্যায়টি ক্ষেত্র সমীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পরবর্তী সমগ্র কর্মপন্থারই কৃতকার্যতা এই প্রস্তুতি গ্রহণের উপরেই প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

সমীক্ষার স্থান নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হলে সেই স্থানের প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান সংশ্লিষ্ট ম্যাপ-এর সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে। এই স্থানের নিকটবর্তী নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের বিষয় জানতে হবে। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সঙ্গে নিকটবর্তী হাট-বাজার, অফিস-আদালত, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এর পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী লোকগণনা সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক ও প্রতিবেদন হতে জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিষয়ের নানা সংশ্লিষ্ট তথ্য অবগত হওয়ার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে। মোটকথা, সমীক্ষাস্থান সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এক নজরে বুঝে নিতে হবে। প্রস্তাবিত সমীক্ষা স্থানটি যদি একবার সরেজমিন প্রাথমিক পরিদর্শন করা হয় তাহলে বিভিন্ন কর্মপন্থা প্রণয়নে তা খুবই সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা গ্রহণের পূর্বে সমীক্ষক দুটি পর্বে নিজেকে প্রস্তুত করবেন। যেমন —

(ক) বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত প্রস্তুতি (Intellectual preparation):—

প্রকৃত সমীক্ষা কাজ এবং সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিষয়ে

নানারূপ জ্ঞান আহরনের বিষয়গুলি এই পর্যায়ভুক্ত, এই পর্যায়ের প্রস্তুতিতে গ্রন্থাগারে রক্ষিত নানা ধরনের পুস্তক, প্রতিবেদন এবং তার সঙ্গে বহু অপ্রকাশিত রচনাও সাহায্য করবে। প্রত্যক্ষ জনসংযোগ এবং কথোপকথনের মাধ্যমেও বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই প্রস্তুতি পর্বে কয়েকটি প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে —

1. ভাষা (Language):- প্রস্তাবিত সমীক্ষার স্থানে এবং সমীক্ষাকার্যে অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে খোঁজ রাখতে হবে। কারন অধিকাংশ তথ্য সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। কোন অঞ্চলের ভাষা ভালভাবে জানা না থাকলে সমীক্ষককে দোভাষীর সাহায্য নিতে হবে।

2. স্থানীয় রীতি-নীতি (Local usage):-
সমীক্ষককে জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার সূক্ষ্ম দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যাদের মধ্যে সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করতে হবে তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, ভদ্রতা ও লৌকিকতা, সম্ভাষন জানাবার পদ্ধতি প্রভৃতির প্রতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন বাঞ্ছনীয়। কারন সাধারন মানুষের সহানুভূতি এবং সাহচর্য লাভ করতে হলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও জীবনদর্শনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

3. পূর্বতন সমীক্ষাকার্য (Prior survey work):-
সমীক্ষা কার্যের প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্বে কোথাও কোনরূপ আলোচনা এবং অনুসন্ধান কার্য হয়ে থাকলে সেগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। পূর্বতন সমীক্ষকদের কার্যধারার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে সমীক্ষক নিজ কর্মপন্থা রূপায়ন করবেন। এতে তার কর্ম পরিচালন যেমন সুবিধাজনক হয় অপর দিকে তেমনি একই কাজের অনর্থক পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

4. স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ (Local geo-physical environment):-
সমীক্ষাকার্যে অন্তর্ভুক্ত স্থানটির ভূমিরূপ, প্রকৃতি-পরিবেশ, কৃষিগত উন্নতি, জল ও স্রোতপ্রবাহ, জলাধার-পরিকল্পনা, বন্যা ও খরার

প্রকৃতি ও সম্ভাবনা প্রভৃতির প্রতি সম্যক জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

5. অনুমতি গ্রহণ ও সংবাদ জ্ঞাপন (Taking of permission and intimation of news

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করাতে হয়। সমীক্ষার উদ্দেশ্যে জানিয়ে এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়ে পর্যাপ্তই অবহিত করাতে হয়, এতে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না অথবা হলেও তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

(খ) বস্তুগত প্রস্তুতি (Material preparation):—

ক্ষেত্র সমীক্ষায় বস্তুগত প্রস্তুতিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষাকার্য পরিচালনে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন- সেগুলি হাতের কাছে থাকা বাঞ্ছনীয়। তথ্য আহরণ এবং নথিভুক্ত করনে প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী বস্তু সমূহের সুসমঞ্জস তালিকা তৈরি বিশেষ ভাবে কার্যকরী। এছাড়াও সমীক্ষকের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনে আবশ্যক বস্তুগুলিও স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে যত্ন সহকারে তালিকাবদ্ধ করাতে হবে। বস্তুগত প্রস্তুতি গ্রহনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ রাখতে হবে—

1. বাসস্থানের ব্যবস্থা (Provision for habitat):—

সমীক্ষাকার্য শুরু করার পূর্বে সমীক্ষককে তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে ফেলাতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ঘরের সন্ধান করাতে হবে মোটামুটি আসবাবপত্র এবং ঋতু অনুযায়ী বিছানা পত্রের ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক। রান্না- বান্নার উপকরণও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। এসব জিনিস যেন বেশ হালকা ও সহজে বহনযোগ্য হয়।

2. পোশাক (Dress):—

সমীক্ষককে গ্রামে ব্যবহারযোগ্য অতি সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে যেতে হবে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার উপযোগী পোশাকের

ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ঙ. যান্ত্রিক সহায়ক (Mechanical aids) :-

ক্ষেত্র সমীক্ষার নানা বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ, পেন্সিল, কলম, প্রশ্নপত্র, ম্যাপ ও জরিপকারী যন্ত্রপাতি, মাপক ফিতা, মাপক দণ্ড, ছুরি, ক্লিপ, পেন্সিল মোছার রবার, আলোর সরঞ্জাম ও জলের বোতল প্রয়োজন। আলোকচিত্র গ্রহনের জন্য উপযুক্ত ক্যামেরা আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাওয়া হয়।

চ. প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ওষুধপত্র : (Arrangements for first-aid and medicines)

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স নিতে হবে। তাছাড়া নিজস্ব প্রয়োজনমত সব রকম কিছু কিছু ওষুধপত্র নেওয়া প্রয়োজন।

নানাভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে ক্ষেত্রে পৌঁছে সমীক্ষকের প্রধান কাজ হবে উপযুক্তস্থানে ক্ষেত্র শিবির (Field camp) স্থাপন, তারপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উপযুক্তভাবে সৌহার্দ্য স্থাপন (Establishment of Rapport) করে বিভিন্ন কর্মসূচী অনুযায়ী সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করতে হবে, এসময় সমীক্ষককে বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে এবং কোনরকম পক্ষপাতমূলক মানসিকতাকে বর্জন করতে হবে। দীর্ঘদিন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করে নানা জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে প্রথাগতভাবে সজ্জিত করে ফেলতে হবে। সমীক্ষান্তে সংগৃহিত তথ্যাবলীর বিশ্লেষন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি:-

-বিভিন্নরূপ। প্রতিটি পদ্ধতিই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মানব সমাজধারার অনুসন্ধান পদ্ধতি ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে একথা মনে রাখতে হবে যে সমস্ত কাজে কৃতকার্যতা নির্ভর করে অনুসন্ধান কলা কৌশল প্রয়োগের উপর। কলা-কৌশলগুলির প্রয়োগের পূর্বে প্রতিটির অন্তর্নিহিত ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিভিন্ন কলা-কৌশলের স্থানীয় পর্যায়গুলির সমীক্ষকের বিশেষ অবগতির মাত্রা না থাকলে অনুসন্ধানের কাজ ব্যাহত হবে। কাজেই এগুলিকে বিশেষভাবে জানা সমীক্ষকের প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ। এখানে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান কলা-কৌশল আলোচিত হল।

(I) বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকার (Narrative Interview):-

তথ্যসংগ্রহের একটি বাচনিক পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকার বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সাক্ষাৎকার একটি প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলির কেবলমাত্র খোলামেলা চিত্রই নয় সংবাদদাতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাজে গভীরে প্রবেশ লাভ করা যায়। নানাধরনের কথাবার্তা এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমীক্ষক সংবাদদাতার মনের গহনে পাড়ি দেন। দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক সাহচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কৃতকার্যতা লাভ করে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে সংবাদদাতার হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায় এবং অতি সত্বর সমীক্ষক-সংবাদদাতার মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হয়। বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকার চারটি বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হয়েছে—

(ক) সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Structured Interview):-

EXAMINED

বিভিন্নধরনের পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন উত্থাপন করে সংবাদদাতার নির্দিষ্ট উত্তর নেওয়া হয়। সমীক্ষক একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন এবং সংবাদদাতা তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মতো তার উত্তর দিতে থাকবেন। তবে এই উত্তর দানের সময় সংবাদদাতা কোন সময়েই তার ব্যক্তিগত মতামত অথবা বিশ্লেষণাত্মক

দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করার সুযোগ পান না। বিভিন্ন সংবাদদাতাকে পর পর একই ধরনের প্রশ্ন করে তাঁদের নিকট হতে তথ্য সংগৃহীত হয়।

(খ) অসংগঠিত সাক্ষাৎকার (Unstructured Interview):-

এই সাক্ষাৎকার অনিয়ন্ত্রিত, অনির্দেশিত বলে পরিচিত কারণ এখানে কোনোরূপ পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নাবলী থাকে না। এই ধরনের সাক্ষাৎকারে সমীক্ষক কোন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সংবাদদাতার উত্তর, মতামত ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বলেন। সাধারণত এই জাতীয় সাক্ষাৎকার মুক্ত আলোচনা অথবা বর্ণনাচ্ছলে পরিচালিত হয়। কোন একটি ঘটনা অথবা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংবাদদাতার মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং অভিমত দান করতে বলা হয়। বস্তুত এই বর্ণনার মধ্য হতেই সমীক্ষক তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

কোন ব্যাপক ধরনের ক্ষেত্রে সমীক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মপদ্ধতি পরিচালনায় অসংগঠিত সাক্ষাৎকার খুবই কার্যকরী। সমাজের বিশেষ বিশেষ সমস্যা এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিষয়ে জনমত এবং জন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য অসংগঠিত সাক্ষাৎকার অপরিহার্য; কোন বিষয়ের পদক্ষেপে অনুসন্ধানের (Pilot Study) জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ ফলদায়ক।

(গ) অভিনিবিষ্ট সাক্ষাৎকার (Focused Interview):-

এই ধরনের সাক্ষাৎকারে কোন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ঘটনার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক মার্টন (Prof. Merton) এবং তার সহযোগীরা রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতির মত গণমাধ্যমের গতি-প্রকৃতি এবং জনমনে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং আবেগময়তা অনুধাবনের জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ ভিত্তিক মতবাদ আহ্বান করা হয়, অভিনিবিষ্ট সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সামাজিক ঘটনাবলীর ভাবোদ্দীপক এবং বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দিকটি উদ্ঘাটিত হয়। অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের মত এখানেও সংবাদদাতা মুক্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

(ঘ) পুনরাবৃত্তিমূলক সাক্ষাৎকার (Repetitive Interview):-

~~এই ক্ষেত্রে~~ কোনো সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার প্রতি জন প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে হলে বিভিন্ন সময়ে একই ধরনের সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কতকগুলি সামাজিক পরিবর্তন রয়েছে জনজীবনে যাদের প্রভাবসমূহের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার প্রয়োজন হয়। যেমন কোন গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প সংস্থা চালু হয়েছে। এখন গ্রামীন জনজীবনে এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব বুঝতে হলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একই ধরনের সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতে হবে। কারন শিল্পায়নের প্রভাব সুদূর প্রসারী এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অবস্থা, জনজীবনের মান, মানসিকতা ও মতবাদের পরিবর্তন হতে পারে, কাজেই নিয়মিত বিরতির মাধ্যমে পরিবর্তন ধারার ক্রমিক বিকাশ অনুধাবন এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব। তবে পুনরাবৃত্তিমূলক সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যয় সাপেক্ষ।

সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিতে ~~অনুযায়ী~~ অংশগ্রাহী সংবাদ দাতার সংখ্যা অনুসারে একে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal Interview) — এই ক্ষেত্রে একজন সংবাদদাতাকে প্রশ্ন করা হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমীক্ষক এবং সংবাদদাতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। এর সাহায্যে সমীক্ষক সংবাদদাতার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তথ্যের সন্ধান পেতে পারেন।

(২) মণ্ডলী সাক্ষাৎকার (Group Interview) — এখানে সমীক্ষক দুই বা ততোধিক সংবাদদাতাকে নানা প্রশ্ন করেন। মণ্ডলী সাক্ষাৎকারে সমীক্ষক সংবাদদাতাদের জীবনের ~~গভীর~~ গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুটিন মাফিক কাজ হয়ে থাকে। এই ধরনের সাক্ষাৎকার সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সকলের আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে রূপায়িত হয়।

(II) পর্যবেক্ষণ (Observation):—

বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার এবং গবেষণার পরিচালনে পর্যবেক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত পুরোনো পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। মানব শিশু যখন প্রথম চোখ মেলে তাকায় তখন থেকেই সে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ শুরু করে। পরিণত বয়সে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে। আমরা সকল সময়েই নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করি — কোন কোন পর্যবেক্ষণ আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়। একথা অস্বীকার করার নয় যে সাধারণ পর্যবেক্ষণেই বিজ্ঞানের বিরাট আবিষ্কার সমূহের সূত্রপাত করেছিল। চোখের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনার রীতিবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত অনুধাবনই পর্যবেক্ষণ। মানব সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গতিশীল পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপস্থাপন ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। সামাজিক গবেষণার প্রযুক্ত এই পর্যবেক্ষণ ক্রিয়াকে নির্ভুল, পক্ষপাতহীন ও সুনির্দিষ্ট করে তোলার প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমীক্ষককে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে অত্যন্ত নিকট হতে সমাজ প্রবাহকে নিরীক্ষণ করতে হয়। সমাজ সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে সুসমঞ্জস এবং প্রণালীবদ্ধ করে তোলার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ গঠিত হয়েছে। প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত —

(ক) অংশগ্রাহী বা সক্রিয় পর্যবেক্ষণ (Participant or Active Observation):— এই ধরনের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সমীক্ষক সমীক্ষিত জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে নানা সামাজিক রীতি ও কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করেন। এখানে সমীক্ষক নিজেকে সমীক্ষিত মানবগোষ্ঠীর অস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রূপায়িত করেন। তিনি সক্রিয়ভাবে উক্ত জনগোষ্ঠীর নানা সামাজিক ক্রিয়া, দৈনন্দিন কাজকর্ম, উৎসব ও অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং এ সময় সকলের হাতে হাত মিলিয়ে তিনি নানা কাজ করে যান। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা যায়। এই পদ্ধতির প্রধান

সুবিধা এই যে পর্যবেক্ষনের সময় মানুষেরা বুঝতে পারেনা যে তাদের কাজকর্ম্ম কারোর দ্বারা নিরীক্ষিত হচ্ছে। এমতবস্থায় তারা স্বচ্ছন্দে আপন আপন কাজ করে যায়। অংশগ্রাহী পর্যবেক্ষক খুব স্বাভাবিকভাবেই জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি আকর্ষন করেন এবং তার ফলে বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আহরন করা সম্ভব হয়। তবে অংশগ্রাহী পর্যবেক্ষককে সর্বদাই অংশগ্রহনের প্রাক্কালে সতর্ক থাকতে হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় পরিচয় পেতে হবে। জনগোষ্ঠী বা তার প্রতিনিধিদের দ্বারা সমীক্ষক সাধারন স্বীকৃতি না পেলে তাদের জীবনযাত্রার অংশগ্রহন সম্ভব হয় না বা হলেও তা ফলপ্রসূ হয় না। জনগোষ্ঠীর জীবনে বহু ব্যক্তিগত পর্যায় রয়েছে যেখানে বহিরাগতদের উপস্থিতি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে অজানিতভাবে অথবা জোরপূর্বক অংশগ্রহন সমগ্র সমীক্ষা কার্যটিকে বিঘ্নিত করবে।

(খ) অংশগ্রহনবিহীন বা নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষন (Non-participant or passive observation) :— এই পদ্ধতিতে সমীক্ষক জনগোষ্ঠীর কাজকর্মে প্রত্যক্ষ সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন না — বেশ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তিনি প্রতিটি কার্যধারার সযত্ন নিরীক্ষনে নিযুক্ত থাকেন। অংশগ্রহনবিহীন পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়া সমীক্ষককে জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনধারার গভীরে প্রবেশ লাভে সুযোগ দেয় না। সমীক্ষক প্রতিটি কর্ম পদ্ধতির পরিচালনা কালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিশ্লেষনাত্মক মানসিকতা প্রয়োগ করে সেগুলির নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে একবারে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহনবিহীন পর্যবেক্ষন সম্ভব হয় না। সমাজে অনুষ্ঠিত কোন বিশেষ ঘটনাবলী থেকে সমীক্ষক একেবারে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। তাছাড়া এ ধরনের নির্লিপ্ততা সমীক্ষক এবং সমীক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধানের বিস্তৃত প্রাচীর সৃষ্টি করে। কাজেই অনেকের মতে অংশগ্রহনবিহীন এই পর্যবেক্ষনকে প্রকৃতপক্ষে প্রায় অংশগ্রাহী পর্যবেক্ষন বলা যেতে পারে। কাজে অংশগ্রহনে ব্যস্ত না থাকার জন্য সমীক্ষক প্রতিটি সামাজিক ঘটনার গতি-প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হন।

(গ) অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Uncontrolled Observation):-

এই পদ্ধতিতে নিরীক্ষিত বিষয়বস্তুর উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব আরোপিত হয় না। বিষয় ঘটনাকে তার প্রকৃত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ঘটতে দেওয়া হয় এবং গবেষক তাকে কোনরূপ উত্যক্ত করেন না। কাজেই অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ কালে পর্যবেক্ষককে প্রকৃত ঘটনাস্থলে পাড়ি দিতে হয়। অনেকের মতে সামাজিক ঘটনাবলীকে অবিকৃত অবস্থায় নিরীক্ষণ করা উচিত কারণ মানুষের কর্মপদ্ধতিকে গবেষণাগারের মধ্যে মূল্যায়ন করা যায় না। আবার এর বিপক্ষেও কিছু মতামত রয়েছে। তাদের মতে বিজ্ঞান সম্মত নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। ঘটনাবলীর বিভিন্ন স্তর ক্রমে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে পর্যবেক্ষণ নানা রূপ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(ঘ) নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (Controlled Observation):-

সামাজিক ঘটনাবলীর উপর যখন বিধিবদ্ধমাত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাদের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয় তখনই তার নাম হয় নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। দু'ভাবে এই নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালিত হয়— (১) ঘটনার উপর নিয়ন্ত্রণ, এবং (২) পর্যবেক্ষণের উপর নিয়ন্ত্রণ। প্রথম পর্যায়ে সামাজিক ঘটনাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষাগারের মধ্যে আনীত এবং বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষক নিজেই তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন যাতে ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তার গবেষণাকে পক্ষপাতদুষ্ট করে না দেয়।

একথা সত্যি যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সরল প্রকৃতির এবং এটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পর্যবেক্ষক তার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ শুরু করার পূর্বে চারটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা মনে রাখবেন — (ক) কি কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে?

(খ) কিভাবে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে?

(গ) কিভাবে পর্যবেক্ষণের যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়?

এবং (ঘ) পর্যবেক্ষক এবং নিরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হবে

এবং কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করাতে হবে?

(III) আলোকচিত্র গ্রহণ (Photography) :-

আলোকচিত্র গ্রহণ বিশেষ কলা-কৌশল কেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত আলো ও ছায়ার খেলার মাধ্যমে নানা বিষয়বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশেষ ধরনের কাগজের বুকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আলোকচিত্র পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে আমরা কোন নৈসর্গিক পরিবেশ, কোন জন সম্মেলন ও বসবাসরা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতির মত নানা বিষয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করাতে পারি, কারণ যন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত আলোকচিত্রকে পর্যবেক্ষনের একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এক শ্রেণী জনের মাঝে জীবন প্রবাহ উপলব্ধি করাতে আমরা অনুশীলন যন্ত্র প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে সামাজিক ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের প্রয়োজন হয়। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনের জন্য প্রয়োজন ক্যামেরার লেন্সের দৃষ্টি। ক্যামেরা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্বস্তভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাবলীর স্থায়ী চিত্র ধরে রাখতে পারে মানুষের সাধারন চোখের দৃষ্টিতে যা কোন দিনই সম্ভব নয়। ক্যামেরার মাধ্যমে যে পর্যবেক্ষন চিত্রটি প্রয়োজন মত সংখ্যা বৃদ্ধি, বৃহৎ রূপে এবং ক্ষুদ্র রূপে পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি সব সময়ে সজাগ নাও থাকতে পারে। সেদিক থেকে ক্যামেরা শ্রান্তিহীন ও ক্লান্তিহীনভাবে আপন কাজ করে যায়। এই কারণেই আলোকচিত্র গ্রহণকে বিজ্ঞান ভিত্তিক মেত সমস্যার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে গন্য করা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে নানা ধরনের চিত্রাবলী সমীক্ষকের বিশ্লেষনে সরব ও বর্ননামূলক হয়ে উঠে। এছাড়া সমীক্ষকের প্রকৃত কাজের ধারার একটি বিশেষমাত্র হিসেবেও আলোকচিত্র উপস্থাপিত হয়। সাম্প্রতিক কালের ভূবিজ্ঞান গবেষনায় আলোকচিত্র গ্রহণ এবং এর আনুপূর্বিক বিশ্লেষনের প্রতি প্রভূত গুরুত্ব দান করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে কেন্দ্র করে দার্শন ভূবিজ্ঞান নামে একটি বিশেষ অনুসন্ধান শাখা রূপলাভ করেছে। বর্তমান এই শাখাটি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং ভূবিজ্ঞান সমীক্ষায় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এবং কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করাতে হবে ?

(iii) আলোকচিত্র গ্রহন (Photography) :-

আলোকচিত্র গ্রহন বিশেষ কলা-কৌশল বৈজ্ঞানিকতায় পর্যবসিত। আলো ও ছায়ার খেলার মাধ্যমে নানা বিষয়বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশেষ ধরনের কাগজের বুকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আলোকচিত্র পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে আমরা কোন নৈসর্গিক পরিক্রমা, কোন জন সম্মেলন ও ধর্মবারা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতির মত নানা বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করাতে পারি, কাজেই যন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত আলোকচিত্রকে একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এক শ্রেণী পর্যবেক্ষনের একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এক শ্রেণী জলের মধ্যে জীবন প্রবাহ উপলব্ধি করতে আমরা অনুবীক্ষন যন্ত্র প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে সামাজিক ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে সামাজিক ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের প্রয়োজন ক্যামেরার লেন্সের দৃষ্টি। ক্যামেরা বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিস্তৃতভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাবলীর স্থায়ী চিত্র ধরে রাখাতে পারে মানুষের সাধারন চোখের দৃষ্টিতে যা কোন দিনই সম্ভব নয়। ক্যামেরার মাধ্যমে যে পর্যবেক্ষন চিত্র প্রয়োজন মত সংখ্যা বৃদ্ধি, বৃহৎ রূপে এবং ক্ষুদ্র রূপে পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি সব সময়ে সজাগ নাও থাকতে পারে। সেদিক থেকে ক্যামেরা ক্লান্তিহীন ও ভ্রান্তিহীনভাবে আপন কাজ করে যায়। এই কারনেই আলোকচিত্র গ্রহনকে বিজ্ঞান ভিত্তিক মত সমীক্ষার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে গন্য করা হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে নানা ধরনের চিত্রাবলী সমীক্ষকের বিশ্লেষন সরবত বর্ননামূলক হয়ে উঠে। এছাড়া সমীক্ষকের প্রকৃত কাজের ধারায় একটি বিশেষমাত্র হিসাবেও আলোকচিত্র উপস্থাপিত হয়। সাম্প্রতিক কালের নৃবিজ্ঞান গবেষনায় আলোকচিত্র গ্রহন এবং তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষনের প্রতি প্রভূত গুরুত্ব দান করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটিকে কেন্দ্র করে দার্শন নৃবিজ্ঞান নামে একটি বিশেষ অনুসন্ধান শাখা রূপলাভ করেছে। বর্তমানে এই শাখাটি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে এবং নৃবিজ্ঞান সমীক্ষায় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(iv) বংশবৃত্তভিত্তিক পদ্ধতি (Genealogical Method):-

নৃবিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে বিভিন্ন পরিবারের বংশবৃত্ত প্রণয়ন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলীর, সামাজিক সংস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্কে সমগ্র বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষ কার্যকরী হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী W.H.R. Rivers সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি সমাজ-সমীক্ষার কাজে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সমীক্ষিত জনগোষ্ঠীর নানা পরিবারের বিস্তারিত বংশবৃত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতাদের কাজে লাগাতে হয়। আদিম ও গ্রামীন সমাজ খুব বেশী আত্মীয়কেন্দ্রীক। কাজেই তাদের সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা কিভাবে কার্যকরী সে কথা ভালভাবে বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির বংশবৃত্ত সংগ্রহ ও আলোচনা অপরিহার্য। আত্মীয়তার পরিধি বিবাহের নিয়মকানুন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রণালী, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বংশবৃত্তের ব্যবহার খুবই উপযোগী। প্রথমে সংবাদদাতার সঙ্গে বিশেষ রকম আলাপ জমিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষানুক্রমিক আত্মীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে কি নামে তাদের আহ্বান করা হয় সে বিষয়ে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ সমাজের জনজীবন পরিচালনে অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটির সযত্ন বিশ্লেষণ ও কার্য-কারণের ধারা নির্ধারণ সহজ হয়। ~~বং~~ বংশানুক্রমিক পেশা পরিবর্তন তার সমাজ-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপট, অপরাধ প্রবণতা এবং তার বংশগত বিচ্যুতি, মিশ্রবিবাহের ক্রমবিকাশ, সংস্কার-~~বিশ্বাসের~~ বিশ্বাসের ক্রমানুয়ত প্রভৃতি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনায় বংশবৃত্ত ভিত্তিক পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কার্যক্ষম। কোন সমাজ ব্যবস্থার মাতৃকেন্দ্রিকতা অথবা পিতৃকেন্দ্রিকতার ধারা অনুধাবনে এই পদ্ধতির অপরিহার্যতার কথা অস্বীকার করা যায় না, তবে একথা মনে রাখতে হবে যে বংশবৃত্তভিত্তিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের আত্মিক ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন। তাছাড়া এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষজ্ঞতে

সময় সাপেক্ষ বিষয় নিশ্চিতকরণে এর প্রতিটি পর্যায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সমীক্ষিত জনগোষ্ঠী বড় বিস্তৃত হলে সবসময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ না করে নমুনা-চয়নের সাহায্য নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে বংশবৃক্ষ নিরূপন খুব একটি সহজসাধ্য ক্রিয়া নয়। এই ব্যাপারে সমীক্ষককে যথোচিত প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে হবে। অনেক সমাজে মৃত ব্যক্তিদের নাম উচ্চারণ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। কোন কোন সমাজে যখন বিধবা মহিলা পুনর্বিবাহ করে তখন তার নতুন স্বামী মহিলারই পুত্রকন্যাদের নাম পরিবর্তন করে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার টিউইদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা দেখা যায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেরই অন্ততঃপক্ষে তিন চারটি নাম থেকে যায়। ভারতীয় সমাজে মহিলারা স্বামী এবং শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের নাম উচ্চারণে বিরত থাকে। কাজেই বংশবৃক্ষ প্রনয়নে এগুলি প্রত্যক্ষ অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়।

(v) ব্যক্তিবৃত্ত পদ্ধতি (Case history method):—

যখন সমীক্ষক সমাজের কোন ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে উক্ত ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত লিপিবদ্ধ করেন তখন তাকে বলা হয় ব্যক্তিবৃত্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শুধু গভীর নয় বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন সংগৃহিত হয় এবং তার সাহায্যে সংবাদদাতার মানসিক ও ভাবপ্রবন পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির উৎস হল দুটি—

(১) ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র ও সাংস্কৃতিক কাগজপত্র এবং (২) ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস। প্রথম পর্যায়ের উৎস হতে বিশেষ ব্যক্তির বিভিন্ন চিন্তাধারা, সামাজিক ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক তার উপর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত দলিলপত্র সমাজ সমীক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সম্পর্ক, জীবনদর্শন এবং সামাজিক মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। দিনপঞ্জীতে লেখকের ভাবপ্রবন এবং হৃদিদীপ্ত অভিজ্ঞতার সর্বাঙ্গ

খোলে। বিভিন্ন জাগতিক ঘটনা এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সম্পর্কে লেখকের বহুমুখী ধ্যান ধারণার প্রকাশ এর মধ্যে ফুটে ওঠে। দিনপঞ্জীতে বহু ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ বিষয় চিত্রিত হয় এবং এরফলে বহু সময় নানা সামাজিক ঘটনার গোপন সূত্রের ~~বিষয়~~ বিষয় উদ্ঘাটিত হয়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও প্রত্যক্ষ, খোলাখুলি এবং অন্তরঙ্গতার লক্ষণযুক্ত। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে কোন ব্যক্তির চিঠিপত্র পাঠ করা খুবই গর্হিত কাজ। কিন্তু বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর বহু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আলোচিত হতে পারে এবং অনেক সময় তা প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ঐ বিশেষ পত্র লেখকের মানসিকতা এবং সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার বহু বিষয়ের প্রতি আলোক সম্পাত করে। ঠিক একইভাবে স্মৃতিকথা এবং আত্মজীবনী হতে ব্যক্তি মানুষের বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এবং সমাজ সমীক্ষায় তা খুবই উপযোগী হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস সংবাদদাতার জীবনের মনোবৃত্তির আলোচনায় পর্যবসিত। এই মনোবলীর প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য ব্যক্তি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়নের বর্ণনামূলক সাধারণ মনোসমাহারের সাহায্যে এই ব্যাখ্যা হয়। এখানেই রচিত হয়েছে। কাজেই জীবনেতিহাস সংক্রান্ত পদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য তথ্য সংবাদদাতার সাক্ষ্য বহুদিনের অবিচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ শ্রেণীভুক্তিকরণ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে সংবাদদাতার জীবনে শৈশবাবস্থা হতে পরিণত বয়স পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক অনুভূতি লাভ করে। তার জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত নানা ঘটনাবলী সম্পর্কে সময় মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা গোপন তথ্যাবলী উদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিও প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিবৃত্ত পদ্ধতি বিভিন্ন ঘটনাবলীর এত সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট চিত্র উদ্ঘাটন করে যে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Burgess একে সামাজিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র নামে অভিহিত করেছেন। সুপ্রাচীনকাল হতে আজকের দিনে বহু বিস্তৃত সমাজ সমীক্ষায় এই পদ্ধতি সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে

EXAMINED

(vi) অনুসূচি পদ্ধতি (Schedule Method):—

কোন বিষয়ে বর্ণনার অনুমান বা ধারণার পরীক্ষাকল্পে রচিত একটি প্রশ্নমালার তালিকার নাম অনুসূচি বা Schedule. অনুসূচিতে স্থান প্রাপ্ত বিভিন্ন বর্ণনার প্রশ্নগুলির সমীক্ষক নিজে সংবাদদাতার সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তারপর সংবাদদাতা প্রদত্ত উত্তরগুলি নিজেই লিপিবদ্ধ করেন। অনুসূচি পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ সমীক্ষার বহু বিস্তৃত রূপ উদ্ঘাটিত হয় না। কোন একটি বিষয় যানো বা সামাজিক ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়নে অনুসূচি পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

অনুসূচি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত — ~~১) ভূমিকা~~

(১) ভূমিকা
(২) প্রধান অনুসূচি অংশ এবং
(৩) সমীক্ষকদের প্রতি নির্দেশ।

প্রথম অংশে থাকে সমীক্ষার উদ্দেশ্য এবং সমীক্ষাকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার নাম। তাছাড়া এখানে থাকে ক্রমিক সংখ্যা ও স্থানের নম্বর। সংবাদদাতার নাম, বয়স, ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচিতি। সমীক্ষার স্থান, সময় ও তারিখের উল্লেখ এখানে থাকে।

দ্বিতীয় অংশে সমীক্ষার বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক এবং নানা বর্ণনার প্রশ্ন থাকবে এবং এগুলি খুবই সরল ও স্পষ্ট হবে। কিছু সারণী ও থাকবে যেগুলি সমীক্ষক সংবাদদাতার প্রশ্নের সাথে কিছু সারণী ও থাকবে যেগুলি সমীক্ষক সংবাদদাতার সহযোগিতায় পূরণ করাবেন।

তৃতীয় অংশে সমীক্ষকদের কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন নির্দেশাবলী সংযুক্ত হয়। অনেক সময় পৃথক কাগজে নির্দেশ দেওয়া হয়। খুব পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া এই নির্দেশ নানা বর্ণনার হয়ে থাকে। এগুলি সমীক্ষককে ভালভাবে বুঝে নিতে হয়।

অনুসূচিতে বিভিন্ন বর্ণনার প্রশ্ন থাকে। কোন প্রশ্নে সংবাদ

-দাতাকে তার নিজস্ব মতামত দেওয়া হয়, কোন প্রশ্নে কেবলমাত্র সাক্ষাৎদাতার সমর্থন বা অসমর্থন দেওয়া হয়ে থাকে। আবার এক ধরনের প্রশ্ন আছে যেখানে দু'ধরনের উত্তর দেওয়া থাকে, সাক্ষাৎদাতাকে তার মধ্যে একটি নির্বাচন করতে বলা হয়। কখনও বা প্রশ্নের অনেকগুলি করে উত্তর দেওয়া থাকে তার মধ্যে হতে সাক্ষাৎদাতা আপন পছন্দ অনুযায়ী উত্তর নির্বাচন করেন। এছাড়া রয়েছে পদ-ক্রমসজ্জা প্রশ্নাবলী। এখানে একটি প্রশ্নের অনেকগুলি উত্তর দিয়ে সাক্ষাৎদাতাকে তার ব্যক্তিগত মতের অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজাতে বলা হয়। অনুসূচি তৈরির পথে একটি পাদদেশকে সমীক্ষার প্রয়োজন হয়।

(VII) প্রশ্নমালা পদ্ধতি (Questionnaire Method) :—

এই পদ্ধতিতে অনুসূচি তৈরির মত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সহযোগে প্রশ্নাবলী রচিত হয় এবং তারপর সেগুলি নানাস্থানের বসবাসকারী সাক্ষাৎদাতার নিকট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্নমালায় সঙ্গে দেওয়া নির্দেশানুযায়ী সাক্ষাৎদাতার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখে আবার ডাকযোগে সমীক্ষকের উদ্দেশ্যে ফেরৎ পাঠান। এইজন্য এই পদ্ধতিকে ডাকবাহী প্রশ্নমালা বলা হয়। এছাড়াও কখনও কখনও প্রশ্নমালা সাক্ষাৎদাতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তাদের উত্তর লিখে দিতে বলা হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্নগুলি খুব সহজ, সরল এবং সযত্নেই তালিকা বাঞ্ছনীয়। অনুসূচির প্রশ্নাবলীর মতই এখানে বিভিন্ন ধরনের থাকবে। তবে এগুলির উত্তর দানে সাক্ষাৎদাতা সমীক্ষকের কোনরূপ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পান না। সাক্ষাৎদাতাকে নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দান করতে হয়। এই কারণেই প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে প্রযুক্ত প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত হাতে খুবই সহজ হওয়া উচিত।

প্রশ্নমালার সঙ্গে সমীক্ষকের ~~নামী~~ এ দেওয়া একটি আবেদন যুক্ত থাকে। এতে সমীক্ষা কার্যের উদ্দেশ্য, সমীক্ষা পরিচালনাকারী ~~সংস্থার~~ সংস্থার পরিচিতি, সাক্ষাৎদাতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও দায়িত্বের কথা খুবই বিনীত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা কার্যের উদ্দেশ্য অবিকৃত প্রযুক্ত এবং সে সম্পর্কে প্রদত্ত সাক্ষাতের যথাযথতা

ও নিয়োগপ্রাপ্ত বিষয়ে সাক্ষাৎদাতাদের ওয়াকিবহাল করাতে হয়। প্রশ্নমালা, আবেদন এবং তার সঙ্গে সমীক্ষকের বা গবেষণা সংস্থার ঠিকানা ও উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট সংযুক্ত একটি খাম প্রেরণ করা কর্তব্য। এতে সাক্ষাৎদাতা সানন্দে প্রশ্নমালা পূরণ করে সঙ্গে সঙ্গে খামে ভরে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে পারবেন এবং কাজটি ত্বরান্বিত হবে। অনেক সময় আবেদনের মাধ্যমে সাক্ষাৎদাতাদের আর্থিক প্রলোভন দেখান হয়; অথবা অন্য ধরনের আকর্ষণ যেমন পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়।

ডাকবাহী প্রশ্নমালার সর্বাপেক্ষা সুবিধা হল যে এতে বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র হতে ব্যাপক কর্মপন্থা ভিত্তিক সমীক্ষাকার্য অল্প আয়াসে পরিচালনা করা যায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বলে এই পদ্ধতি অনেক সময় বহু প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। তবে ডাকবাহী প্রশ্নমালা পদ্ধতি খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়া লেখাপড়া জানা ও বুদ্ধি বিবেচনা আছে এমন সাক্ষাৎদাতাই এই বিশেষ পদ্ধতিতে তথ্য প্রদানে সক্ষম। অনেক সময় প্রশ্নের সঠিক অর্থ বুঝতে না পারার জন্য সাক্ষাৎদাতা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, পাশাপাশি এই পদ্ধতির একটি বিশেষ অসুবিধা হল বহু প্রশ্নমালা সাক্ষাৎদাতার নিকট হতে ফেরৎ আসে না। তবে ঘন ঘন অনুরোধ জানিয়ে সাক্ষাৎদাতাদের অনেকটা সক্রিয় করে তোলা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের বর্ণনা

(1) গ্রামটির নাম (Name of the village):-

ঝাড়গ্রামের একটি প্রান্তিক গ্রাম শিরিষচক। ওয়ার্ড নং - 5, পোস্ট - ঝাড়গ্রাম, থানা - ঝাড়গ্রাম, জেলা - ঝাড়গ্রাম।

(2) অবস্থান (Location):-

শিরিষচক গ্রামটি মেনরোড (বেলিয়া- ঝাড়গ্রাম) থেকে 1 km দূরে অবস্থিত। ঝাড়গ্রাম রেলস্টেশন থেকে 1.5 km, পৌর- সভার অফিস থেকে 1.5 km, পুলিশস্টেশন (ঝাড়গ্রাম) থেকে 2.5 km, জেলাসদর (ঝাড়গ্রাম) থেকে 1.5 km দূরে অবস্থিত।

(3) আয়তন ও চতুঃসীমা (Area and four boundaries):-

শিরিষচক গ্রামটির মোট আয়তন 1.5 একর। গ্রামটির চতুঃসীমায় অর্থাৎ পূর্বদিকে রয়েছে কাজুবাগান, কমলা- লেবুর বাগান, পশ্চিমদিকে রয়েছে Akash banquet (বেলিয়া- ঝাড়গ্রাম রোড), জিয়ারপার্ক, উত্তরদিকে সেবাআয়তন, B.ed College (2km) ও দক্ষিনদিকে রয়েছে ঝাড়গ্রাম স্টেশন।

(4) ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু (Geo-physical setting climate):-

শিরিষচক গ্রামে লালমাটি ও বালিমাটির পরিমান খুববেশি দেখা যায়। এই লালমাটি ও বালিমাটির কারনে গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া খুব গরম হয় এবং শীতকালে আবহাওয়া খুব ঠান্ডা হয়। কিন্তু দুপুর 12 টার পর প্রচুর গরম। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় স্বাভাবিক থাকে, কোনো কোনো বছর বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি হলে কৃষিকাজে সমস্যা দেখা যায়।

EXAMINED

(৫) বনসম্পদ (Forest wealth): গাছ পালা ও বন্যপ্রাণী:-

গ্রামটির মধ্যে রিঠা গাছ, তাঁতা গাছ, ডুমুর গাছ, কি ফুলের গাছ রয়েছে। বনসম্পদ কাজুগাছ, শালগাছ সরকারের অধীনে রয়েছে। প্রায় সময় বন্যপ্রাণী হাতি দেখা যায়। এছাড়া শিয়াল, খেঁকি দেখা দেয়।

(৬) গ্রাম বিন্যাস (Village pattern):-

সিরিষটিকে গ্রামটি 'ব' আকৃতির। গ্রামটিতে মোট ১১৭ টি বাড়ি রয়েছে, পাকাছাদ যুক্ত বাড়ি রয়েছে ২৪ টি। পাকা-অ্যাজবেস্টসে ৩৬ টি, দোতলা পাকা বাড়ি ৭ টি, মাটি-অ্যাজবেস্টস ৩৭ টি, মাটি ও পলিথিন ৩ টি, মাটি ও খড়ের চাল ৩ টি বাড়ি রয়েছে।

(৭) রাস্তাঘাট ও সাধারণ স্থান (Roads and public places):-

গ্রামটিতে (সিরিষটিকে) তিন ধরনের রাস্তা দেখা যায়। লালমাটির রাস্তা, পিচ রাস্তা, ঢালাই রাস্তা। অন্য ছোটো ছোটো রাস্তাগুলি বালি মিশ্রিত মাটির এবং লাল ধরনের ও মাটি দেখা যায়।

(৮) স্থানীয় যানবাহন (Local transport):-

গ্রামবাসীরা গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য মোটর-সাইকেল, সাইকেল, ভ্যান ও টোটো ব্যবহার করেন। গ্রামের বাইরে যাতায়াতের জন্য বাস, টোটোতে যায়। অন্য কোনো জায়গায় কাজ করতে গেলে ট্রেন ও বাসে যায়।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational institution):-

সিরিষটিকে গ্রামটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (চিচুরগোরিয়া সিরিষটিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থা: 05.11.1970) রয়েছে। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (I.C.D.S school) রয়েছে। এছাড়া 2 km দূরে চটি—

হাই স্কুল (Nanibala boys high school, girls high school) রয়েছে। এবং উচ্চশিক্ষার জন্য Jhargram Raj College, B.Ed College রয়েছে।

(10) জনবিন্যাস (Population pattern):-
শিরিষচক গ্রামের মোট জনসংখ্যা 400। পুরুষ সংখ্যা 215 জন ও মহিলা সংখ্যা 185 জন। বেশির ভাগ মানুষ রেকের কাজ করে, চাষবাস নেই বললেই চলে। মেয়েরা জঙ্গলে কাঠ কাটে।

(11) পেশাভিত্তিক জীবন (Occupation based life):-
শিরিষচক গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ রেকের কাজ করে। বনে কাঠ কাটে। এছাড়া ও কিছু মানুষ সরকারী চাকরি করেন। গাড়ি চালায়, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ও লেবারের কাজ করে, চাষবাস করে, ফেরি হকারী (মসলামুড়ি) করে।

(12) পশুপালন (Domestication of animals):-
গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে মুরগি পালন করে। এছা. গরু, ছাগল, হাঁস পালন করে। সারাদিন জঙ্গলের পরিবেশে গৃহপালিত পশুপাখি চরে বেড়ায়। অনেকে কুকুর, টিয়াপাখি পালন করে। হাঁস-মুরগির ডিম ও গরুর দুধ এরা বাজারে বিক্রি করে।

(13) জল সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য (Water supply and Sanitation):-
জল প্রকল্প খুব উন্নত। অনেক গুলি টিউব কল রয়েছে। গ্রামের অনেক গুলি বাড়িতে কুয়ো রয়েছে। একটি সজলধারা রয়েছে।

কুয়োর জল রান্নার, বাসন ধোয়ার, কাপড় কাচা, স্নান করার কাজে ব্যবহার করেন। টিউব কলের জল পানীয় হিসেবে, এছাড়া রান্না, স্নান করা, জামা কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

স্বাস্থ্যদিক গ্রামের জনস্বাস্থ্য ততটা উন্নত নয়। গ্রামের মধ্যে কোনো চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। আশাকর্মী মাঝে মাঝে এসে ওষুধ দিয়ে যায়। গ্রাম থেকে 2.5 km দূরে হাসপাতাল রয়েছে (পানি-শেওলালিটি হাসপাতাল, আড়গ্রাম)। কোনো অসুস্থ হলে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হয়।

(14) দোকানপাট / হাটবাজার (Village Shop / Hat Market) :=

গ্রামেরি মধ্যে কয়েকটি মুদিখানা দোকান ও চা দোকান রয়েছে। গ্রামেরি পূর্বদিকে প্রাত্যহিক বাজার (চাঁদড়া) বসে। ওই বাজারের মধ্যে সপ্তাহে 1 দিন (রবি:শনিবার) হাট বসে।

(15) অবসর বিনোদন (Recreation) :=

মেয়েরা ঘরের কাজ করে, ছেলেরা বাজার করতে যায়, অনেকে রাস্তার ধারে বসে থাকে। কেউ কেউ মুরগির লড়াই দেখতে যায়, ও হাড়িয়া খেয়ে সারাদিন বাড়িতে শুয়ে থাকে।

(16) ঐতিহ্যগত শিল্প (Traditional art) :=

গ্রামের কিছু কিছু বাড়িতে কুমারি শিল্প লক্ষ করা যায়। মহিলারা এই কুমারি শিল্পের কাজ করেন।

প্রথমে সামনের জমিগুলি থেকে লোক দিয়ে কাঁকড়া মাটি নিয়ে আসে তারপর মাটিটি 1-1½ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর মাটি ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে হয়। দুই থেকে তিনবার দেওয়া লাগিয়ে দেওয়া হয় মাটি সমান করার জন্য, তারপর তার ওপরে গোবর দিয়ে লাতা দেওয়া হয়। 1-2 দিন পর মাটি শুকিয়ে গেলে খড়ি মাটি ও রং দিয়ে নকশা করা হয়। খড়িমাটি ও রং দোকান থেকে কিনে আনেন (40-50 টাকা করে)।

(17) গ্রাম্য দেবদেবীর থান (Village Shrines) :-

জাহের থান পূজো — শাল গাছের নীচে পুজো করা হয়। দেহুরী/পুরোহিত (নায়িকে) পূজো করেন। এই পূজোতে ধূপ, সিঁদুর, মাটির হাতি-ঘোড়া, আর যা মানসিক সেই জিনিস (মোরগ) লাগে। পুজো হয়ে গেলে দেহুরী ওই মোরগ বলি দেয়। আবার অনেক সময় এই মুরগীকে ছেড়েও দেওয়া হয়। 3টি মোরগ বলি দেওয়া হয় একটি সাদা রং-এর, একটি লাল ও মিশ্র রং-এর। বলি দেওয়ার পর মোরগের মাংস খিচুরি ~~খোশ~~ রান্না করা হয়। তারপর খিচুরি সবাইকে প্রসাদ হিসেবে বিতরন করা হয়।

আখান ঠাকুরের ~~পুজা~~ থান:-
মকর সংক্রান্তির পরের দিন আখান ঠাকুরের পুজো হয়। দেহুরী বা পুরোহিত পুজো করেন। পুজোতে থালায় করে ধূপ, সিঁদুর, ফুলের মালা (প্লাস্টিকের), মাটির হাতি-ঘোড়া, চাল, পয়সা সাজিয়ে দিতে হয়। পুজোতে হাঁসল ও ~~মোরগ~~ মোরগ বলি দেওয়া হয়, 3টি মোরগ লাগে। পুজোর পর খিচুরি রান্না করা হয়। এই খিচুরি মোরগের মাংস দিয়ে করা হয়। পুজোর পর সবাইকে খিচুরি প্রসাদ হিসেবে ~~সেবাকে~~ বিতরন করা হয়।

(18) গ্রামীন উৎসব ও পার্বন (Village festivals and Ceremonies)

মাহামোড় পুজো — বৈশাখ মাসে এই পুজো হয়। গ্রাম থেকে ফাঁকা স্থানে (200-300 মি) দূরে পুজো করা হয়।

পুজোর আগের দিন বন থেকে শাল গাছ নিয়ে আসা হয়। যেখানে পুজো হয় (জাহের থান) সেখানে শাল গাছটি গত করে পুতে দেওয়া হয়। শাল গাছটিকে সুতো দিয়ে হাতায় গাজে সুন্দর করে সাজানো হয়।

পুজোরদিন— পুরোহিতকে নাচতে নাচতে পুজোর স্থানে নিয়ে আসা হয়। তিন বার নাচ হয়। তারপর পুরোহিত পুজো শুরু করে। তিনটি মোরগ বলি দেওয়া হয়, আবার কখন কখন পাঠা বলি দেওয়া হয়। মোরগের মাথা পুরোহিতকে ভাজা করে খেতে হয়, বাকি মাংস খিচুরি রান্না করে প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হয়। খাওয়ার ~~পরে~~ পর আবার নাচ গান হয় এখানে ছেলেরা গান করে ও মেয়েরা নাচে, আবার মেয়েরা গান করে ছেলেরা নাচে। তারপর পুজো শেষ হয়ে গেলে পুরোহিতকে নাচতে নাচতে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

পৌষ সংক্রান্তির পুজো:=

পৌষমাসে পৌষ সংক্রান্তির পুজো হয়। এই পুজো প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে হয়। নিজেরাই পুজো করে। বাড়ির সবাইকে বাড়ির কর্তা নতুন জামা কাপর দেয়। সকালে স্নান করে নতুন জামা কাপর পরে পিঠে তৈরি করে। মাংস পিঠে তৈরি করা হয়, মাংস রান্না করে চালের গুঁড়ো মাখিয়ে শাল পাতায় মুড়ে পিঠে তৈরি হয়।

তুসু পুজো হয়। তুসুকে ঘিরে ঘিরে নাচ করায়। যে নাচায় সে গান করে। তারপর তুসুকে জলে ভাসিয়ে দেয়, মিষ্টিমুখ করে। তারপর গান করতে করতে যে যার বাড়ি চলে যায়।

মাঘ পুজো –

মাঘ মাসে এই পুজো হয়। আমাদের পুকুরের থানে এই পুজো হয়। মাঘমাসের ১২ তারিখে পুজো হয়। তিনটি মোরগ (সাদা, লাল, মিশ্র রং এর) লাগে। ৩টি মোরগ বলি দেওয়া হয়। পুরোহিত মোরগের মাথা গুলি নিয়ে নেয় এবং এগুলো রান্না করে খায়। বাকি অংশ খিচুরি রান্না করা হয় ও সবাইকে প্রসাদ হিসেবে বিতরন করা হয়।

বাহা পুজো বা শরল পুজো –

ফাল্গুন মাসে বাহা পুজো হয়। এই বাহা পুজোকে শরল পুজা ও বলা হয়। শাল গাছের নীচে অর্থাৎ জাহের থানে পুজো হয়। পুরোহিত (নায়িকে) পুজো করে পুজো করার পর গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটি করে মোরগ নিয়ে আসা হয়। সেই মোরগ গুলিকে জাহির থানে প্রত্যেক বাড়ির একজনকে বলি দিতে হয়। এরপর ছেলে ও মেয়েরা আলাদা নাচ- গান করে। ছেলেরা ধুতি পড়ে ও মাথায় কলকা/ময়ূর পালক বেঁধে নাচে। তারপর পুরোহিত ঘর নিয়ে আসে, প্রথমে তার বউ পা ধুইয়ে দেয় তারপর অন্যমেয়েরা। পরের দিন - আবার নাচ গান হয়, হোলি খেলা হয়, জল ঢালা হয়।

(১৩) গ্রাম পৌরসভা (Village Municipality) :–

ঝাড়গ্রাম পৌরসভা জেনমন পরিচালিত পৌরসভা, পৌরপিতা- শ্রীমতি কবিতা ঘোষ, ১ নং ওয়ার্ড। এদের যা কিছু সমস্যা হয় তা কাউন্সিলার (ছবি দাস) কে জানায়। এবং তিনি তা সমাধান করে দেয়। নিজেদের মধ্যে কোনো ঝামেলা করে না।

(20) শ্মশান ভূমি / কবরস্থান (Crematorium / Graveyard) :-

মিরিমচক গ্রামে মোট দুইটি শ্মশান ভূমি রয়েছে। গ্রামটির সামনে (পশ্চিমদিকে) ও উত্তরদিকে একটি শ্মশান ভূমি / কবরস্থান রয়েছে।

(21) গ্রাম বৈদ্যুতিকরন (Rural electrifacation) :-

গ্রামে বিদ্যুৎ প্রকল্প খুব উন্নত। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে বিদ্যুৎব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রাস্তার মোড়ে সরকারী লাইট পোস্ট রয়েছে। গ্রামটি থেকে 2.5 km দূরে ইলেকট্রিক অফিস রয়েছে। ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার জন্য 3 মাস অন্তর গ্রামের মধ্যে ক্যাম্প বসে। ক্যাম্পে ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হয়।

EXAMINED

p

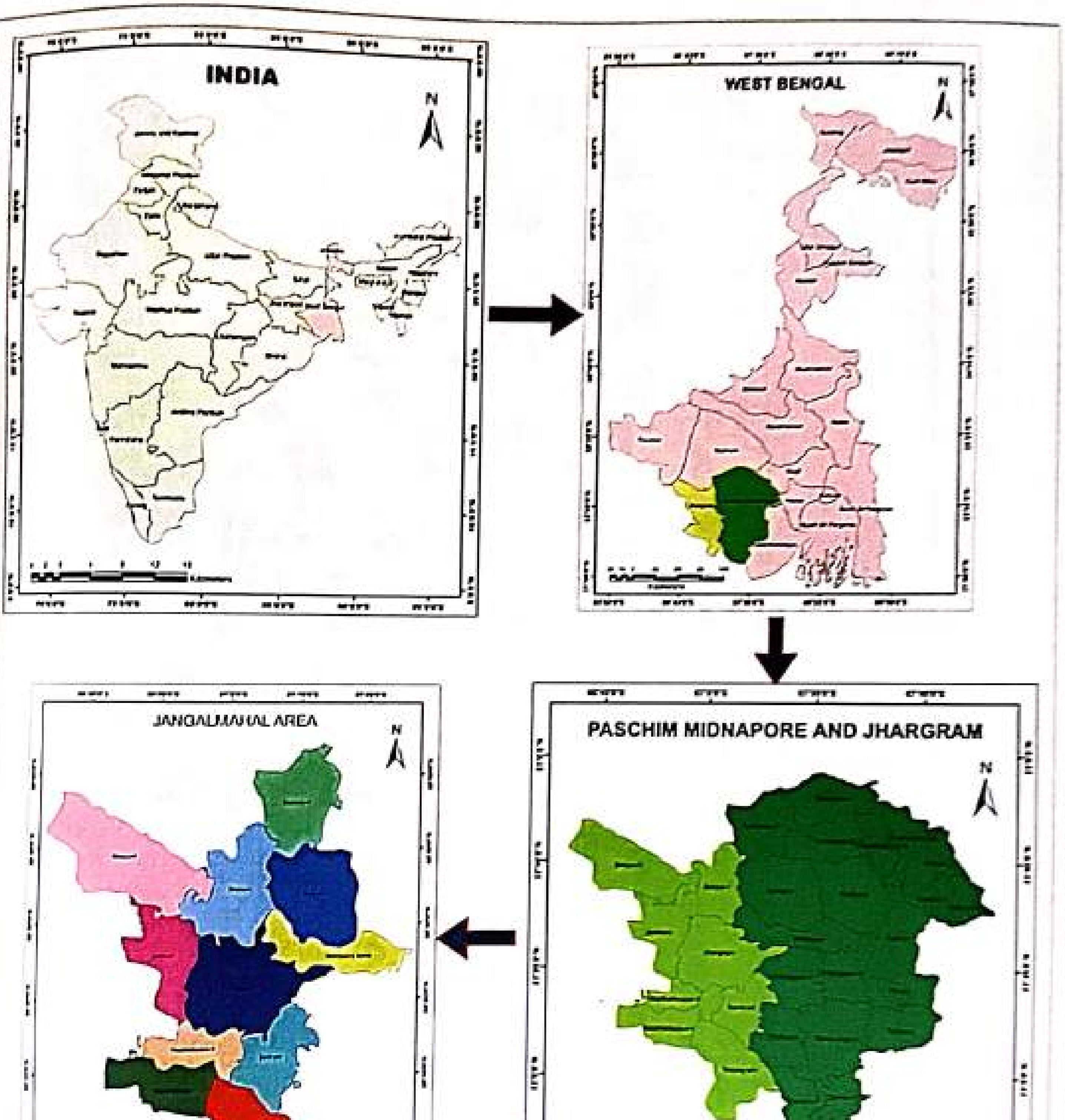
INDIA
N
WEST BENGAL
N
PASCHIM MIDNAPORE AND JHARGRAM
N
JANGALMAHAL AREA
N

গ্রামের মানচিত্র ।

Index

- মাটির ঘর অ্যাসবেস্টসের
- মাটির ঘর খড়ের ছাউনি
- ঢালাই পাকা বাড়ি
- পাকাবাড়ি অ্যাসবেস্টসের
- কারেন্টের খুঁটি
- পুকুর
- পাতকুয়া
- ধুলোরকল (বন্ধ)
- খেলার মাঠ
- Tap কল
- বাঁশ ঝাড়

Household No ?

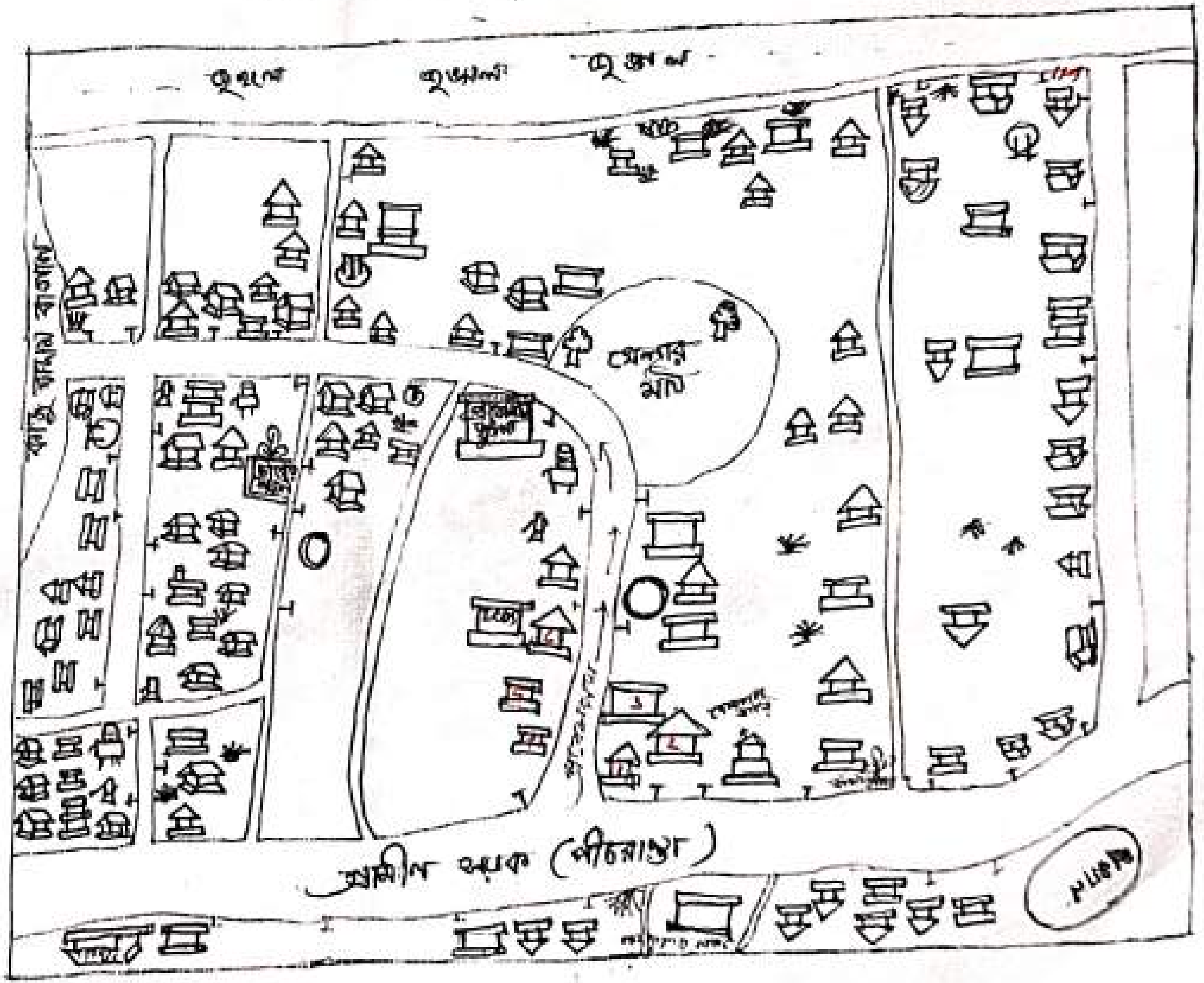

↑ Direction
Scale ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

EXAMINED

Age sex distribution in Shirishchowk Village

SL. NO	Age Gr. (yrs) Distribution	Male	%	Female	%	Total	%
1.	0-4	13	6.04%	12	6.48%	25	6.25%
2.	5-9	23	10.65%	18	9.72%	41	10.25%
3.	10-14	14	6.51%	15	8.1%	29	7.25%
4.	15-19	25	11.62%	15	8.1%	40	10%
5.	20-24	24	11.16%	17	9.18%	41	10.25%
6.	25-29	19	8.83%	20	10.81%	39	9.75%
7.	30-34	13	6.04%	15	8.1%	28	7%
8.	35-39	19	8.83%	16	8.64%	35	8.75%
9.	40-44	12	5.55%	11	5.94%	23	5.75%
10.	45-49	15	6.97%	18	9.72%	33	8.25%
11.	50-54	13	6.04%	10	5.4%	23	5.75%
12.	55-59	6	2.75%	5	2.7%	11	2.75%
13.	60-64	10	4.65%	7	3.78%	17	4.25%
14.	65-69	4	1.86%	1	0.54%	5	1.25%
15.	70-74	2	0.93%	3	1.62%	5	1.25%
16.	75-79	2	0.93%	2	1.08%	4	1%
17.	80-84	1	0.45%	0	0%	1	0.25%
18.	85-89	0	0%	0	0%	0	0%
Total		215	99.81%	185	99.91%	400	100%

বিশ্লেষণ — 1নং সারণিতে বয়স লিঙ্গ বিশ্লেষণে অন্যান্য বয়সের তুলনায় তুলনায় সবচেয়ে বেশি আছে 15-19 বয়সের পুরুষ (11.62%) এবং 25-29 বয়সের মহিলা (10.8%)।

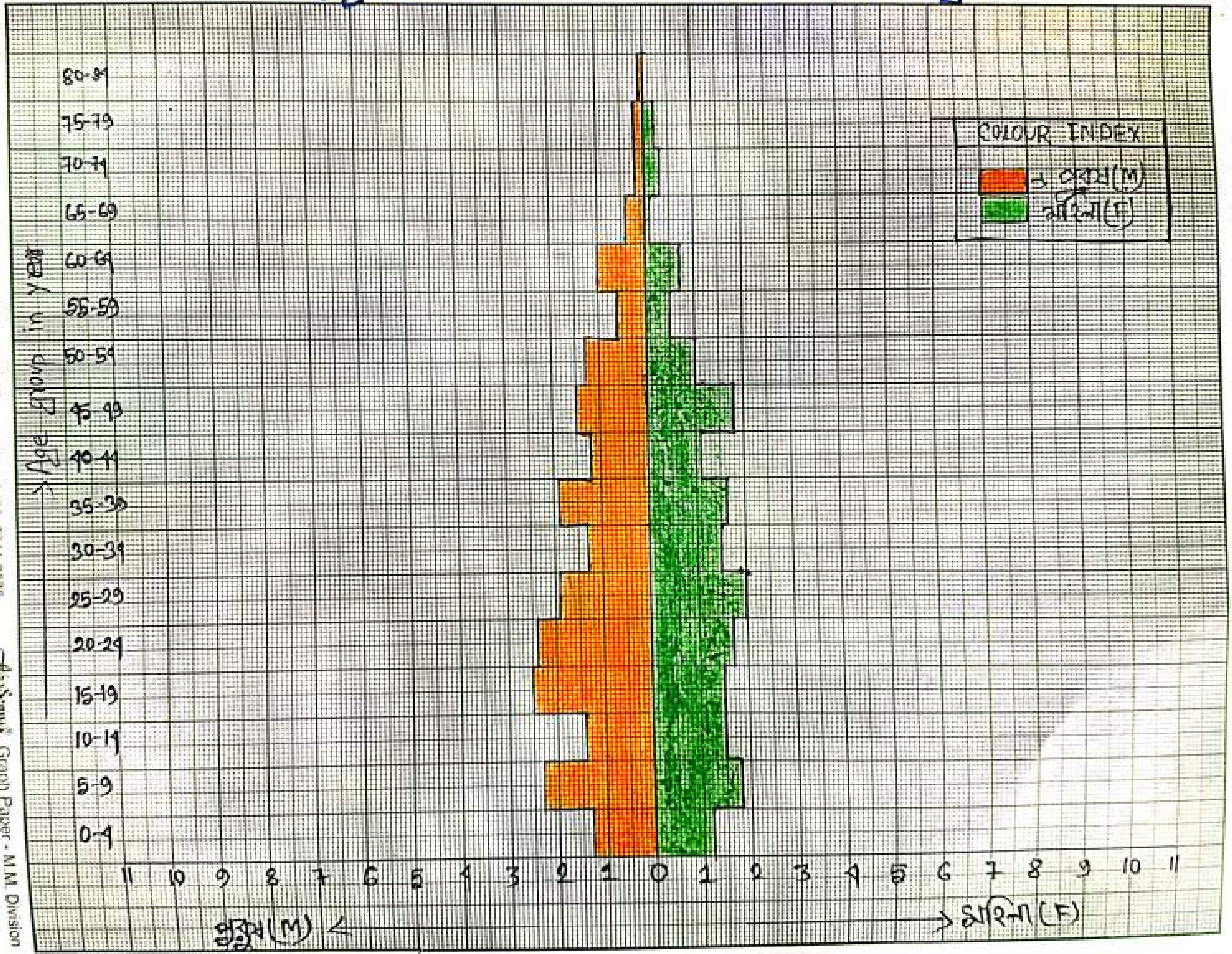

Bharat Stationers, 15 College Square, Kolkata - 73 Phone : 2241-6838, 2241-9575

Graph Paper - M.M. Division

Clan distribution in Shirishchook Village

SL. NO	গোত্রের নাম	মোট সংখ্যা	ডিগ্রি / %
1.	মাল	189	170°
2.	মান্ডেল্য	41	36.9°
3.	কাশ্যপ	50	45°
4.	টুডুবগ	20	18°
5.	শবর	50	45°
6.	প্রজাপতি	3	2.7°
7.	বট	26	23.4°
8.	কিশিলেশ্বর	11	9.9°
9.	মুরুবেশল্য	10	9.0°
Total		400	360°

বিশ্লেষন – 2 নং সারণীতে গোত্র বিশ্লেষনের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মাল গোত্র – 189 (170°)।

Clan distribution

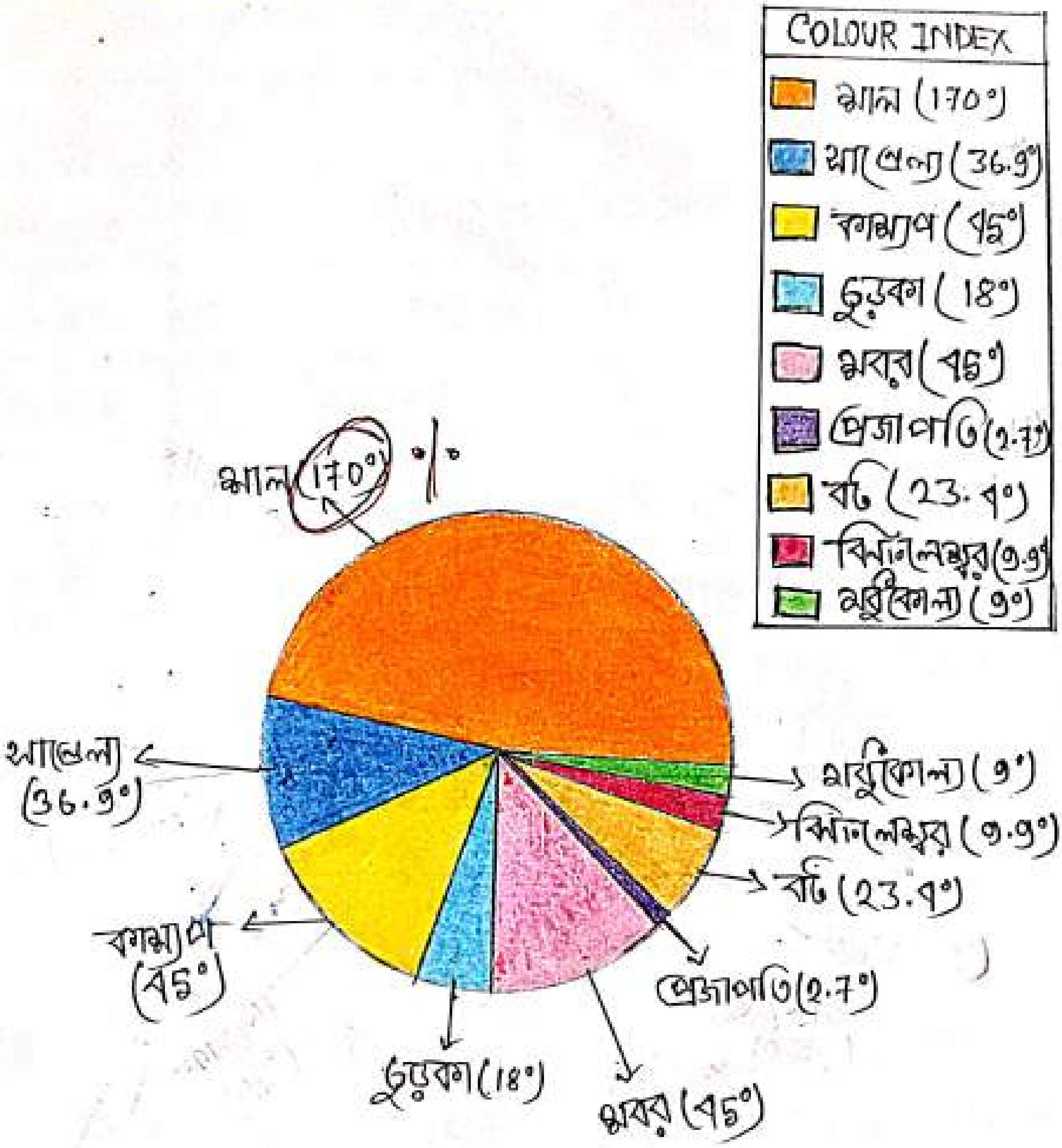

EXAMINED

Educational Status

Sl. No	Education	M	%	F	%	Total	%
1.	Literate	21	12.55%	10	6.25%	31	9.50%
2.	Illiterate	35	20.95%	46	28.93%	81	24.84%
3.	I.C.D.S – V	48	28.74%	36	22.64%	84	25.75%
4.	VI – VIII	27	16.16%	24	15.09%	51	15.64%
5.	IX – X	13	7.75%	22	13.83%	35	10.73%
6.	XI – XII	14	8.35%	11	6.91%	25	7.65%
7.	UG – PG	9	5.35%	10	6.28%	19	5.82%
	Total	167	99.85%	159	99.93%	326	99.98%

বিশ্লেষন – 3 নং. সারণীতে শিক্ষার হার (পুরুষ ও মহিলা) পুরুষ 48 জন (28.74 %) মহিলা 46 জন (28.93%) সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে শিক্ষার হার কম পুরুষ 9 জন (5.35%) মহিলা 10 জন (6.28%)।

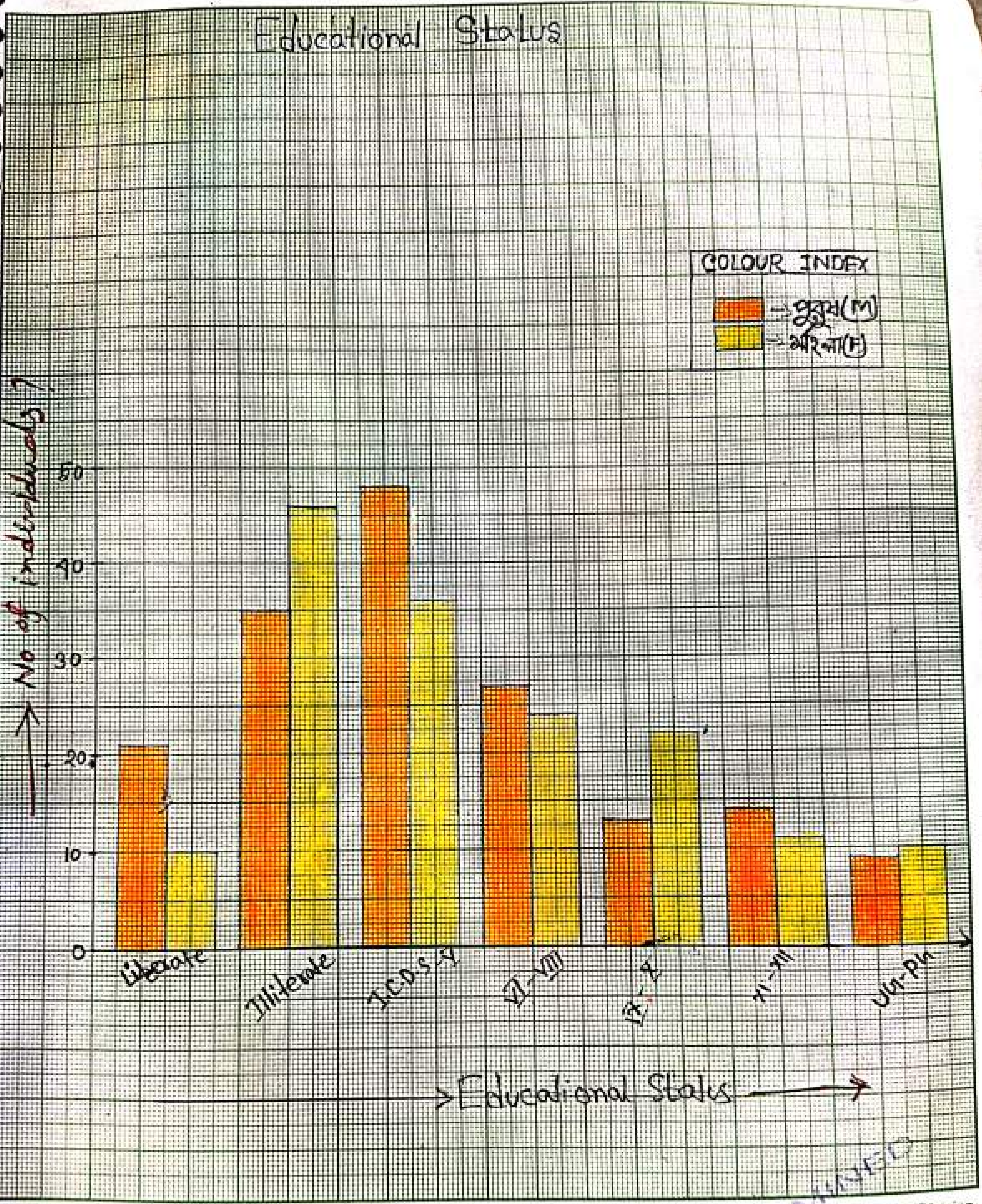

Sreema Traders, 45 Beniatola Lane, Kolkata - 700009
Graph Paper - M.M. Division
EXAMINED

Marital Status

Sl. No.	Marriage	Male	%	Female	%	Total	%
1.	Married	110	51.16%	109	58.65%	219	54.75%
2.	Unmarried	101	46.95%	57	30.81%	158	39.5%
3.	Widow	0	%	18	9.72%	18	4.5%
4.	Widower	2	0.93%	0	0%	2	0.5%
5.	Divorcee	1	0.45%	2	0.93%	3	0.75%
	Total	215	99.49%	185	99.57%	400	100%

বিশ্লেষন — 4 নং সারনীতে বিবাহ বিশ্লেষনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা — 219 (পুরুষ — 110, মহিলা — 109)।

Marital Status

EXAMINED

Bharat Stationers, 15 College Square, Kolkala - 73 Phone : 2241-6838, 2241-9575 Graph Paper - M.M. Division

Occupation distribution

SL. NO	বয়সবিভাগ	কৃষিকাজ	ব্যাংকেব কাজ	সরকারী চাকরি	দিনমজুর	ব্যাগের কাজ	হকার	লটারি দোকান	ইডলি
1.	10-19		1		6				1
2.	20-29	3	2	4	20	1	2	2	2
3.	30-39	1		8	10	3	4	3	1
4.	40-49		3		10	2			
5.	50-59				12		1		
6.	60-69	1			4				
7.	70-79				1				
8.	80-89								
Total		5	6	12	63	6	7	5	4
ডিগ্রি (°)		16.7°	20°	40°	210°	20°	23.3°	16.7°	13.3°

বিশ্লেষণ – এই 5 নং সারণীতে পেশাগত বিশ্লেষণে অন্যান্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে দিনমজুর-63 (210°).

Occupation distribution

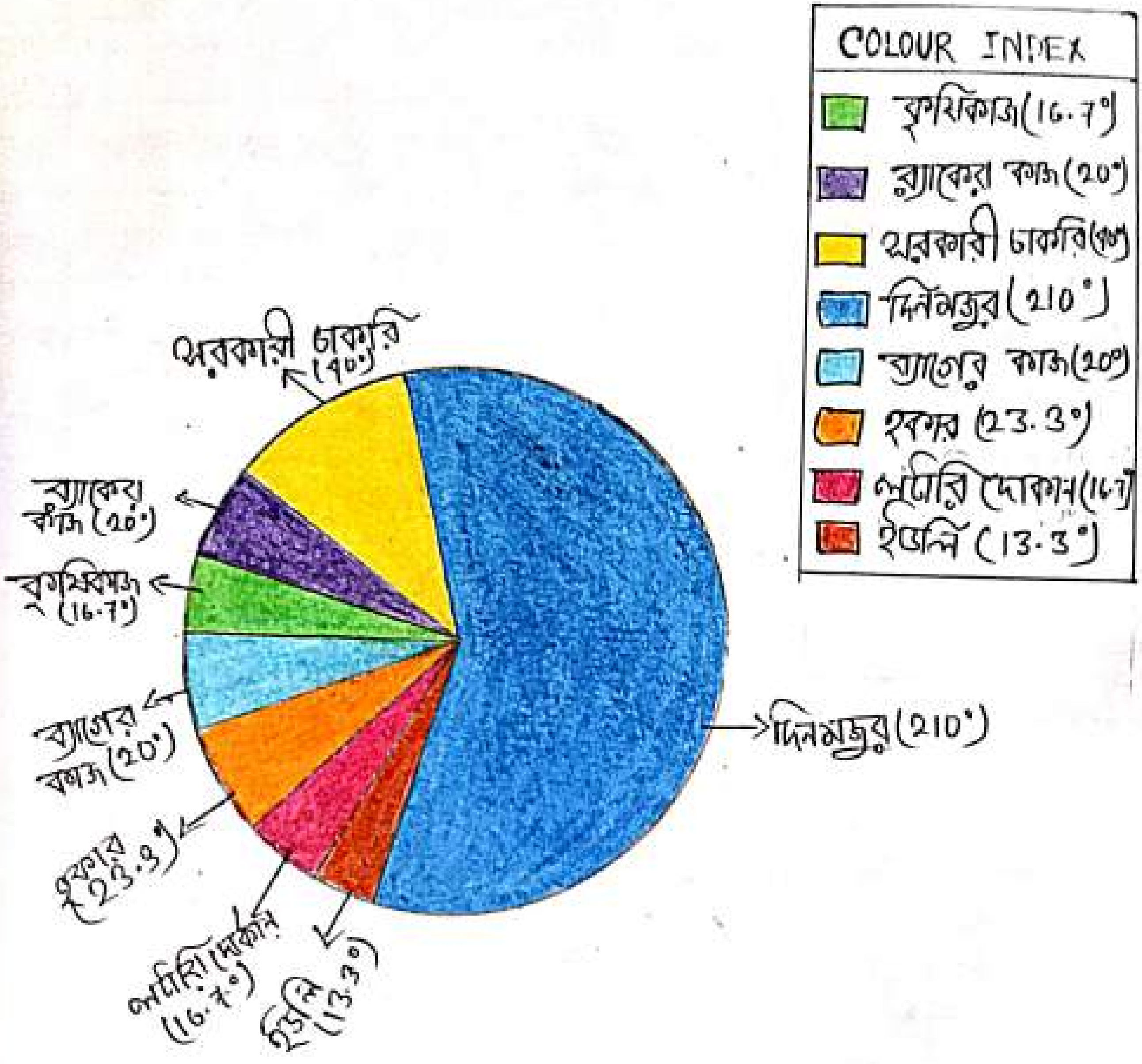

House - type distribution

SL. NO	বাড়ির বরন	মোট সংখ্যা	ডিগ্রি (°)
1.	পাকা অ্যাসবেস্টসের ছাউনি	39	~~12~~ 123°
2.	মাটির দেওয়াল + পলিথিনের ছাউনি	3	9.5°
3.	পাকাছাদ সহ বাড়ি	28	88.4°
4.	দোতলা পাকা বাড়ি	4	12.6°
5.	মাটির দেওয়াল + খড়ের ছাউনি	3	9.5°
6.	মাটির দেওয়াল + অ্যাজবেস্টসের ছাউনি	37	116.8°
	Total	114	360°

বিশ্লেষন – এই 6 নং সারনীতে সবচেয়ে বেশি আছে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির বাড়ি – 39 রয়েছে।

EXAMINED

House-type distribution

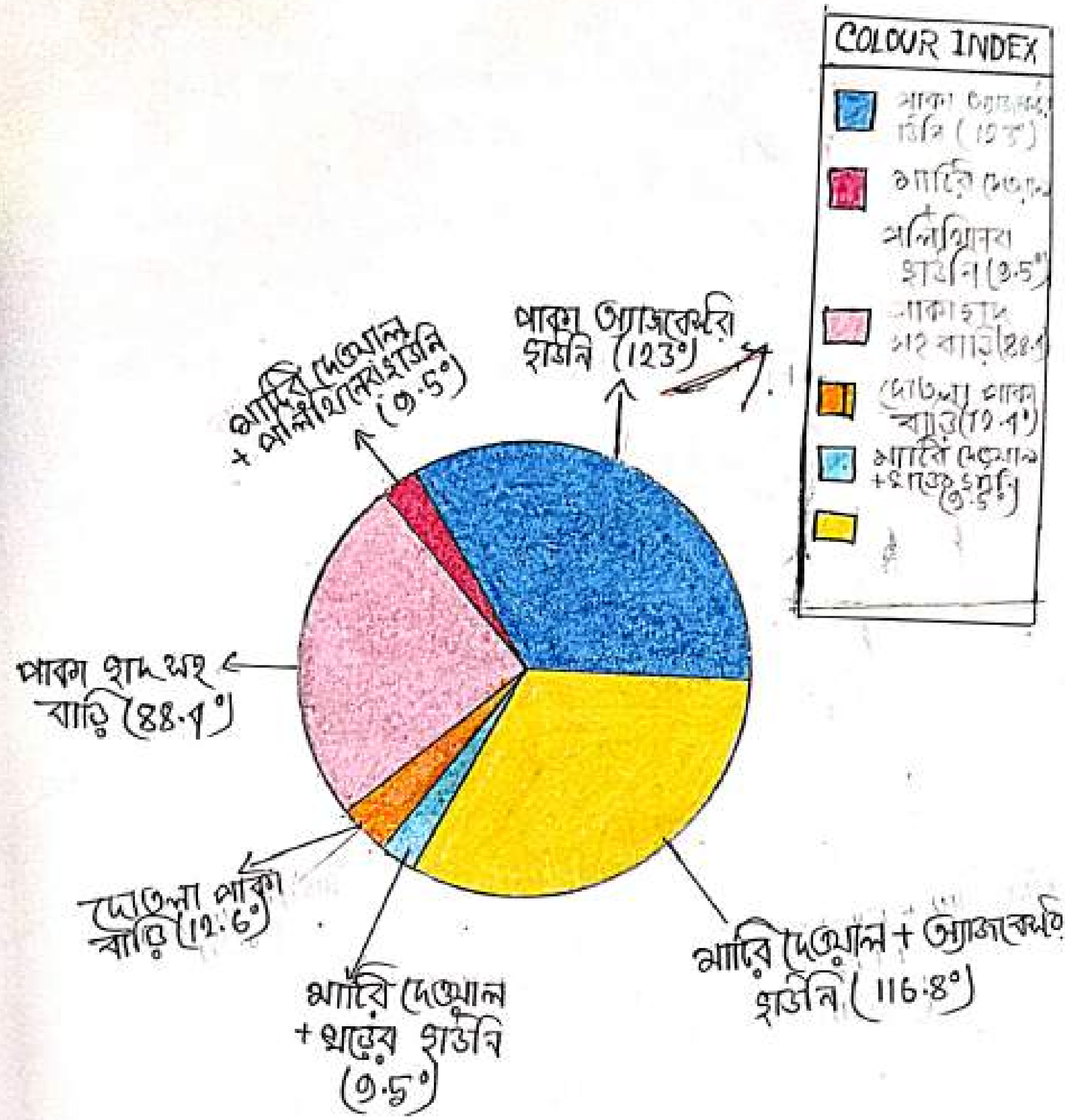

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত পদ্ধতি

নাম- খোকন ভুক্তা   বয়স- ৩৮ yrs. শিক্ষা:- প্রবেশ

খোকন ভুঞা হলেন ঝাড়গ্রাম জেলার মিরিযকে গ্রামের বাসিন্দা। 20 বছর ধরে এই কাজ করছেন। 18 বছর বয়সে এই কাজ শুরু করেন এবং এখনও পর্যন্ত এই কাজ করে চলছেন। ঝাড়গ্রাম স্টেশনে র‍্যাকের কাজ করেন।

র‍্যাকের কাজ মানে কয়লা ট্রেন স্টেশনে ঢুকলে তার ওয়াগনের ভিতর থেকে কয়লাগুলি বেলচার সাহায্যে লরীতে looding করে। তারপর কোনো কোনো সময় রেললাইনের ছোটো ছোটো stone গুলি সরানোর কাজ করে। রেকের কাজে বেলচা, কোদাল, আঁচর লাগে। এই বেলচা, কোদাল, আঁচর নিজেকে টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে।

র‍্যাকের কাজের যন্ত্রপাতি

বেলচা কিনতে 300 টাকা, কোদাল 250 টাকা ও আঁচর 100 টাকা লেগেছে। এগুলি ঝাড়গ্রাম বাজার থেকে কিনে এনেছেন। এই কাজটি (র‍্যাকের কাজ) সরকারের (ক্যাম্পানি) মাধ্যমে পেয়েছেন। প্রথম থেকেই ঝাড়গ্রাম স্টেশনে কাজ করছেন। ঠিকাদার প্রতিক মিত্রের অধীনে চুক্তিতে কাজ করেন। সপ্তাহে 5 দিন কাজ করতে যায় ও

২ দিন বাড়িতে থাকেন। ভোরবেলা কাজ করতে বেরিয়ে যায় ও বিকেলে বাড়ি ফিরেন। ~~নিম্ন~~ নিম্নরচায় কাজ করেন, 500 টাকা করে দেয়। যেদিন কাজ করে ওই দিন টাকা দিয়ে দেয় ওই টাকা থেকে ঠিকাদারকে কোনো মাতাল্লা দিতে হয় না। 5×500 = 2500 টাকা, 20×500 = 10,000 টাকা পেয়ে থাকেন। এই টাকা দিয়ে খাওয়ারের খরচপাতি চলান।

আমি ও তথ্যদাতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীবন ইতিহাস

নাম - পার্বতী টুডু

বয়স - 71 [redacted]

লিঙ্গ - মহিলা

পার্বতী দেবীর জন্ম আঁধারেঙ্গা গ্রামে। পার্বতী দেবীর বাবাছিলেন বড়লোক। তিনি লেখাপড়া করেছিলেন নিজের গ্রামের পাঠশালা আঁধারেঙ্গাতে। সেখানে তিনি ক্লাস-4 পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি আড়গ্রামে রানীভুবন স্কুলে ক্লাস-5 এ ভর্তি হলেন। সেই স্কুলে তিনি ক্লাস-8 পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি রানি বিনোদ মঞ্জরি স্কুলে মাধ্যমিক পাশ করেন। পার্বতী দেবীর দুই বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি ছিলেন বাড়ির মেজো মেয়ে। বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই আর পড়াশোনা করতে পারলেন না। বাবার অনেক বয়স হয়েগিয়েছিল। তাই সবাই মিলে বড়ো বোনের আগে বিয়েদিয়েছিল। তারপর বড়ো বোনের বিয়ে করাইল। অনেকদিন পরে উনার বাবা ও মারা গেলেন। ভাইয়ের দেখাশোনা উনি ও ওনার মা করতে। বাড়ির ও দেখাশোনা করত। একদিন হঠাৎ পার্বতী দেবী ও সুরেশচন্দ্র টুডু (স্বামী) পার্বতী বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তারপর পার্বতী দেবীর স্বামীর বাড়িতে বিয়ে করলেন। সকালে ওনার স্বামীর বাড়িতে গায়ে-হলুদ হয়েছে হয়েছে। পুরোহিত দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের জন্য স্বামীর বাড়িতে বাঁশের পীড়ি তৈরি করেছিলেন। রাতে বিয়ে বাড়িতে 5 জন এসেছিল। পার্বতী দেবী বাঁশের তৈরি পীড়ির ওপর বসেছিলেন, উনার দেওররা মিলে

গাড়ির ওপর বসে থাকা পার্বতীকে তার স্বামীর [illegible] ঘুরিয়েছিল। বিয়ের অনেক দিন পর পার্বতীকে আবার বাড়ি থেকে মেনে নিয়েছিল। বিয়ের কিছু দিন পরে তিনি জানতে পারেন যে তিনি গর্ভবতী। বাড়িতে সবাই জানতে খুব খুশি হয়। তিনি একজন ছেলের জন্ম দেয়, তারপর ওনারা সবাই মিরাটকে গ্রামে চলে আসেন। স্বামী পয়সা দিয়ে জায়গা কিনে একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন, স্বামী [illegible] বাইরে থাকেন উনি ছেলেকে নিয়ে একা থাকেন। স্বামী [illegible] বাড়ি এলে শ্বশুর বাড়িতে যেতেন দেখা করতে। এখন আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। উনি ছেলেকে বড়ো করলেন। ছেলে উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর আর পড়াশোনা করেনি। এখন দিন মজুরের কাজ করে। স্বামী ছুটি পেলে বাড়ি আসে। পার্বতী দেবী স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে এখন সুখে বসবাস করছেন।

EXAMINED

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জন্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলী

তথ্যদাতার নাম – সম্পা ভুঞা
বয়স – ২৮ yrs.
লিঙ্গ – মহিলা

সম্পাভুঞা মহিলাটির শেষ মাসিক হয় March মাসে, তারপর April মাসে মাসিক না হওয়ায় স্বামীকে জানায় এবং চেক-আপ এর জন্য হসপাতালে যায় এবং চেক-আপ করান, তারপর জানতে পারেন উনি গর্ভবতী। ওই হসপাতালে উনাকে হেলথ কার্ড করে দেওয়া হয়। প্রথম কয়েক মাস উনার মাথা ঘোরাত, বমি বমি ভাব হত, প্রত্যেক মাসে চেক-আপ এর জন্য হসপাতালে যেতে হত। উনাকে প্রথম ইনজেকশান ডোজ ৩ মাসে এবং দ্বিতীয় ৫ মাসে এবং ৭ মাসে তৃতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছিল। মহিলাটি এই সময় প্রত্যেক দিন সকালে চা-বিস্কুট বা কখনো আবার রুটি খেতেন। দুপুরে কোনোদিন আমিষ এবং কোনোদিন নিরামিষ দিয়ে ভাত খেতেন। সন্ধ্যার সময় হালকা কিছু খাবার খেতেন। রাতে কোনো দিন ভাত বা কোনো দিন রুটি খেতেন। উনার গর্ভাবস্থা যখন ৩ মাসে পৌঁছায় তখন I.C.D.S স্কুলে নাম লেখায় এবং ওখান থেকে সপ্তাহে ৫ দিন খাবার পেতেন। সপ্তাহে তিনদিন ভাত ও ডিম এবং তিনদিন খিচুরি ও ডিম পেতেন। উনার গর্ভাবস্থা যখন ৭ মাসে পৌঁছায় তখন একটি 'সাদের' অনুষ্ঠান (লোকাচার) করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের আমন্ত্রিত করা হয়। উনার বাপের বাড়ি থেকে অনেক জিনিস দেয় যেমন –

নতুন শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ও স্বামীর জন্য পোষাক, মিষ্টি এবং আরো কিছু জিনিসপত্র।

10 মাস গর্ভাবস্থায় মহিলাটির যখন প্রসবের বেদনা হয় তখন বাড়ির লোকজন সবাই আড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পর উনি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন 7/1/2022। মা ও সন্তান দুজনই ভালো অবস্থায় ছিলেন। এরপর উনাকে ও উনার সন্তানকে তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময় জন্ম সার্টিফিকেট ও 1000 টাকা দেওয়া হয়। উনি হাসপাতাল থেকে উনার শ্বশুর বাড়িতে আসে এবং ৭ দিনের দিন বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে নকুল (লোকাল ভাষা) বলা হয়। এই দিন বাচ্চা ও তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের নখ ও চুল কাটা হয় এবং তারপর স্নান করে। এইদিন বাচ্চা ও তার মাকে নতুন পোষাক পরানো হয় এবং এই অনুষ্ঠানে কিছু লোকজনকে ডাকা হয়। এইদিন উনার বাবার বাড়ি থেকে বাচ্চা ও তার মা বাবার জন্য নতুন পোষাক ও কিছু পরিমান রান্নার সামগ্রী যেমন - চাল, ডাল, মাছ-মাংস, সবজি, ডিম এবং মশলাপাতি দিয়ে যায়। বাচ্চাকে 5 মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়। তারপর বাচ্চার 6 মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান করানো হয় এবং বাচ্চার নতুন নামকরন হয়।

বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

তথ্যদাতার নাম — মালতি হেমব্রম
বয়স — ৩৭ বছর.
লিঙ্গ — মহিলা

মিরিচক গ্রামের ছেলেদের বিয়ে হয় ২০ বছর বয়সে এবং মেয়েদের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সে। এই বিয়েতে প্রথম থেকে দিয়ে দেখাশোনা করে বিয়ে বসানো হয়, কেউ যদি পালিয়ে নিয়ে বিয়ে করে তাহলে পরে দুই পরিবার থেকে মেনে নেওয়া হয়। তবে দেখাশোনা করে বিয়ে হলে একই গোত্রে বিয়ে হয়। প্রথমে ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে ৩-৪ জন মেয়েকে দেখতে আসে। মেয়েকে পছন্দ হলে তারপরে ছেলের বাড়িতে যায় এবং বিয়ে ঠিক করে। বিয়ের ৩-৪ দিন আগে থেকে গ্রামের পাড়া-পড়শি লোকেরা আইবুড়ো ভাত খাওয়ায়। এর মধ্যেই সকল আত্মীয়দের আমন্ত্রিত করা হয়। এমনকি গ্রামের সবাইকে ও বলা হয়। আত্মীয়দের আমন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম পালন করা হয়, যে সমস্ত আত্মীয়দের বাড়িতে আমন্ত্রণ করা হবে তাদের হাতে শালপাতায় আতপচাল, দূর্বা দিয়ে শাল পাতাটিকে কোটি গিট শুরু সুতোয় বেঁধে দেওয়া হয়। বিয়েতে যিনি মাঝির কাজ করেন তিনি কিছু টাকা দাবি করেন। তারপরে বিয়েরদিন, ছেলের বাড়ি থেকে ছেলের গায়ে লাগানো হলুদ মেয়ের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং মেয়ের গায়ে লাগানো হয়। ছেলের বাড়ি থেকে ২০-৩০ জন বরযাত্রী আসে। বরযাত্রীকে ফুল ও চন্দন দিয়ে বরন করা হয়। বিয়ের সময় কনেকে বাঁশের ডালায় বের করা হয় এবং চারজন মিলে কনেকে বিয়ে বেড় করে। এর পর একে একে সিঁদুরদান, সাতপাক

EXAMINED

সমস্ত নিয়মই পালন করা হয়। কেবলমাত্র খই পোড়ানো হয় না, তারপর সিঁদুর দানের সময় বরের জামাইবাবুকে বরকে কাঁধের ওপরে তুলে রাখে এবং কনেকে তার বাড়ির লোকেরা ওপরে তুলে, এই ভাবেই সিঁদুর দান সম্পন্ন হয় এবং বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরের দিন সকালে বর-বউ বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মাথার ওপরে গামছা ধরে রাখে। মেয়ের বাড়ি থেকে তার বোন ও দিদি যায়। যাওয়ার সময় গ্রামের মন্দিরে প্রনাম করে। তারপর শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার পর শ্বাশুড়ি বৌমা ও তার ছেলেকে বরন করে বাড়িতে তোলে এবং মিষ্টিমুখ করায় তারপর বড়োরা সবাই মিলে আতপ চাল, দুর্বা ও প্রদীপ জ্বালিয়ে আশীর্বাদ করে।

তারপর বৌভাতের অনুষ্ঠান হয়,

পাত্রের বাড়িতে যেমন ~~আমন্ত্র~~ আমন্ত্রন করে আসে তেমনি পাত্রীর বাড়ি থেকে যায়। এইদিন দুইবাড়ির লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকজনকে খাওয়ানো হয়।

মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্যাবলী

মিরিমিতে গ্রামে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে প্রথমে প্রতিবেশি ও গ্রামের মোড়লকে জানানো হয়। গ্রামের সমস্ত লোকজন আসে এবং মেয়েরা মৃতদেহকে তেল ও হলুদ মাখিয়ে স্নান করায়। যদি মৃতব্যক্তি পুরুষ হয় তাহলে তার স্ত্রীর সিঁদুর মোছানো হয় ও শাঁখা ভেঙে হয়। তারপর মৃতদেহকে খাটিয়ায় করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মহিলারা মৃতের পেছনে মুড়ি ছড়িয়ে যায় কিন্তু মহিলাদেরকে শ্মশানে যেতে দেওয়া হয় না। মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে উত্তর দক্ষিন দিক করে লম্বালম্বি গত করে। তারপর কাঠ লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে সাজানো হয় পরে ছেলেকে দিয়ে মৃত দেহটি স্নান করিয়ে ঐ সাজানো কাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। তারপর মৃতদেহের চারপাশে হাঁড়িয়া ছড়ানো হয় এবং মৃতের মুখে হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। তারপর প্যাকিং দিয়ে আগুন লাগায়। ঐ প্যাকিং মৃতব্যক্তির ছেলেকে ধরিতে দেওয়া হয় ও পরে ছেলে তিনবার "বানহী" (লোকাল ভাষা যার উপর মৃতদেহ শোয়ানো ~~হয়~~ থাকে) চারপাশে ঘুরে মুখে আগুন দেয়। তারপর সবাই বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে সবাই স্নান করে ও মুড়ি খায়। ওই দিন ~~বাড়ি~~ বাগান থেকে ছোটোখাটো শ্রাদ্ধ করা হয়। 12-15 দিন ওরা কোনো আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম) খায় না। 12-15 দিন পর শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করা হয়। মৃত্যুর দিন থেকে শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত ধুতি পরে থাকতে হয়। শ্রাদ্ধের পরের দিন নিজের সাধ্যমত গ্রামের লোকজনকে ও আত্মীয়দের ডেকে খাওয়ায়। তারপর নিজের সামর্থ্যমত শ্রাদ্ধ দেয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজনীতি

সিরিয়াকে গ্রামটিতে রাজনৈতিক পদ্ধতি দ্বিস্তরীয়। এই গ্রামে একজন কাউন্সিলার আছেন তাঁর নাম হবি দাস। ওই গ্রামটির ওয়ার্ড নং-1। সিরিয়াকে গ্রামের সবকিছু রাজনৈতিক পরিবেশ রক্ষা করেন উনি (হবি দাস), এছাড়াও এই গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম হল অখিল মল্লিক। এই গ্রামে কোনো রকম ঝামেলা হলে হবিদাস ও অখিল মল্লিক বিচারের আসরে মোড়ল হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। ওই গ্রামের সবাই নির্বাচিত করে অখিলবাবুকে মোড়ল হিসেবে মান্যতা দেয়। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ও এ গ্রামের মানুষজন সম্পূর্ণ অনুমিত গ্রাম। এরা নিজেরা কোনো ঝামেলা করে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রামীন উৎসব

-শিরিষচক গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলি বৈশাখ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়-

● বৈশাখমাস — শিরিষচক গ্রামে বৈশাখ মাসে যে পূজো হয় তার নাম হল মাহামোরে পূজো। চাঁদা তুলে এই পূজো হয়। গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িকে চাঁদা দিতে হয় বাড়ির সামর্থ্য অনুযায়ী যে যার মতো করে চাঁদা দেয়।

এই পূজোতে তিনটি মোরগ (একটি সাদা, একটি লাল এবং একটি সব রং মিশ্রিত), একটি সাদা ছাগল (পাঁঠা) এবং হাড়িয়া লাগে।

পূজোর আগের দিন বন থেকে শাল গাছ কেটে নিয়ে আসে। ফাঁকা মাঠে অর্থাৎ যেখানে পূজো হয় (জাহের থান) সেখানে ঐ শাল গাছ গর্ত করে পুঁতে দেয়। তারপর ঐ জায়গাটির চারপাশ খোলা করে পরিষ্কার করে কাঁকড়া মাটি এবং গোবর দিয়ে লাত দিয়া দেয়। তারপর শাল গাছটি ঘিরে সুন্দর করে খড়ের ছাউনি দিয়ে দেয় ছাতার মতো করে। তারপর রং কাগজ দিয়ে চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়।

পূজোর দিন সকালে দেহরি অর্থাৎ পুরোহিতকে তার বাড়ি থেকে নাচতে নাচতে পূজোর স্থানে নিয়ে আসা হয়। পূজোর সময় ছেলেরা ধুতি পড়ে এবং মেয়েরা শাড়ি পড়ে। তারপর পূজো শুরু করলে তারা নাচ-গান করে। একবার ছেলেরা গান করে মেয়েরা নাচে। আবার মেয়েরা গান করে ছেলেরা নাচে। পূজোতে খিচুরি ভোগ হয়। পূজো শেষ হয়ে গেলে গ্রামের সবাই একই সাথে খিচুড়ি ভোগ খায়, আবার কেউ কেউ হাড়িয়াও খায়। খাওয়ার পর আবার নাচ-গান করে। তার পর ~~সবাই~~ পুরোহিতকে নাচতে নাচতে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

● পৌষমাস — পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তির পূজো হয়। এই পূজো প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে হয়, নিজেরাই পূজো করে। ~~এই পূজো শুরু~~ এই পূজোয়

বাড়ির কর্তা বাড়ির সবাইকে নতুন জামাকাপড় দেয়। পুজোর দিন সকালে নদীতে স্নান করে। নতুন জামাকাপড় পরে টুসু নাচ দেখাতে যায়। টুসুকে যে নাচায় সেই মুখে গান করে তারপর টুসুকে জলে ভাসিয়ে বিদায় দিয়ে দেয়। সবাইকে মিষ্টিমুখ করায় এবং তারা গান করতে করতে বাড়ি চলে যায়।

মাঘমাস—

মাঘ মাসে মাঘ পুজো করা হয়। এই পুজো মাঘ মাসের ১২ তারিখে হয়। এই পুজোতে মোরগ লাগে একটি লাল, একটি সাদা ও একটি সব রং মিশ্রিত।

পুজোর দিন সকালে আমান ঠাকুরের স্থানে তিনটি মোরগকে পুজো করে এবং বলি দেয়। পুরোহিত মোরগের মাথা গুলো নিয়ে নেয় এবং ঐগুলো ভেজে করে খায়। বাকি অংশ খিচুরি রান্না হয় এবং সবাইকে প্রসাদ হিসেবে বিতরন করা হয়। খাওয়ার পর নাচ গান হয়। তারপর নাচতে নাচতে পুরোহিতকে বাড়ি পৌছে দেয় এবং তারাও বাড়ি চলে যায়।

ফাল্গুন মাস—

ফাল্গুন মাসে বাহা পুজো করা হয়। এই বাহা পুজো সারল পুজো নামে ও পরিচিত। এই পুজোতে তিনটি মোরগ (সাদা, লাল ও মিশ্র রঙের) এবং হাড়িয়া লাগে।

এই বাহা পুজো বা সারল পুজো শাল গাছের নীচে অর্থাৎ জাহের থানে করা হয়। তারপর পুরোহিত এসে ঐ তিনটি মোরগ ও হাড়িয়া পুজো করে। পুজোর পর গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটি করে মোরগ নিয়ে আসা হয় এবং বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়ার পর ওগুলি খিচুরি রান্না করে খাওয়া হয়। তারপর খাওয়ার শেষে নাচ গান করে। সন্ধ্যে হয়ে আসলে পুরোহিত তার বাড়ি দিয়ে আসে নাচতে নাচতে। পুরোহিত বাড়িতে প্রবেশ করার আগে সবাই প্রনাম

করে, এই প্রনামের কিছু নিয়ম আছে। প্রথমে পুরোহিতের স্ত্রী পুরোহিতের পা ধুইয়ে দেয় এবং তেল মাখিয়ে দেয় তারপর প্রনাম!! পুরোহিতের স্ত্রীর প্রনামের পর বাকি মেয়েরা ও ছেলেরা প্রনাম করে বাড়ি ফিরে যায়।

পুজোর পরের দিন ছেলে মেয়েরা আবির নিয়ে হোলি খেলে, মাথায় জল ঢালে এবং নাচ গান করে।

নবম পরিচ্ছেদ

EXAMINED

উপসংহার

ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান শিরিষকে। গ্রামটি আড়গ্রাম থানার অন্তর্গত, গ্রামটি 117 টি বাড়ি নিয়ে গঠিত।

গ্রামটিতে পাকা বাড়ি, ~~ক~~ পাকা ও অ্যাসবেস্টসের, দোতলা পাকা বাড়ি, মাটি সহ অ্যাসবেস্টসের বাড়ি, মাটি ও পলিথিনের, খড়ের চাল সহ বাড়ি রয়েছে।

গ্রামটির মাটি বেলে মাটি ও লালমাটি। মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি এবং মাটির রং লাল বর্ণের। বালি মাটির কারণে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা খুব বেশি হয়।

গ্রামটির মধ্যে তিনধরনের রাস্তা দেখা যায় - লালমাটির রাস্তা, ঢালাই রাস্তা ও পিচ রাস্তা। এছাড়াও বালি ও লালমাটি মিশ্রিত ছোটো ছোটো রাস্তা দেখা যায়।

এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ - কমলালেবু, কাজু, শাল, আঁত, ডুমুর, শিমুল ও রিঠী গাছ রয়েছে। এখানকার জলবায়ু মৌসুমি প্রকৃতির।

গ্রামের মধ্যে চাঁদড়া (বাজার) নামক বাজার বসে। গ্রামটির মধ্যে কয়েকটি মসলা দোকান ও চা দোকান রয়েছে। এছাড়াও এখানকার মানুষজন প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য আড়গ্রাম বাজারে যায়।

গ্রামের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি I.C.D.S স্কুল রয়েছে।

গ্রামবাসীরা যাতায়াতের জন্য স্থানীয় যানবাহন বলতে

মোটর সাইকেল, সাইকেল, ভ্যান, টোটো ব্যবহার করেন।

গ্রামটির মধ্যে অনেকগুলি টিউব কল রয়েছে এবং অনেকগুলি বাড়িতে কুয়ো রয়েছে। এছাড়াও একটি জলধারা রয়েছে।

গ্রামটি শিল্প বলতে কুটির শিল্প লক্ষ করা যায়। মহিলারা এই কুটির শিল্পের কাজ করেন।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তার মোড়ে সরকারী লাইট পোস্ট রয়েছে।

গ্রামবাসীরা গৃহপালিত পশু যেমন - হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালন করে।

গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ চেকের কাজ করে। এছাড়াও বানে কাঠ কাটে, গাড়ি চালায়, সরকারী চাকরি করে। কিছু মানুষ কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি লেবারের কাজ করে ও ব্যবসা করে।

গ্রামবাসীরা অবসর বিনোদনের জন্য রাস্তার ধারে বসে ~~খাকে~~ সময় কাটায়, বাজার করতে যায়। কেউ কেউ মেলা সার্কাস দেখতে যায় ও হাড়িয়া খেয়ে সারাদিন বাড়িতে শুয়ে থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ

গত ডিসেম্বর মাস থেকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য স্যার, ম্যাম ও আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। অবশেষে জানুয়ারির 18 তারিখ আমাদের গন্তব্যস্থল 'ঝাড়গ্রামে' যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এবং মনে একটা আলাদা অনুভূতি নিয়ে পৌঁছলাম ঝাড়গ্রামে। পথে আসার সময় চলন্ত ট্রেনের দুয়ারের অতিমনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এসেছি, দেখেছি সারাই ফুলের বাগান। রাস্তায় মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে, আমরা সবাই পৌঁছলাম ঝাড়গ্রাম -এ। আমরা প্রথমে এসে উঠলাম আমাদের Field camp (Akash banquet) এ। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেই ছোট গ্রাম শিরীষচকের উদ্দেশ্যে। গ্রাম পরিদর্শন করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পেলাম। তারপর আমরা আমাদের Field camp-এ পৌঁছলাম। পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে তাদের জীবন যাপন, পেশা, কীভাবে অভাবের মধ্যে বড় হয়েছে, কেউ কেউ আবার কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরি করছে ইত্যাদি জানতে পারলাম। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। এই ভাবে প্রত্যেক বাড়ি থেকে টানা 6 দিন তথ্য সংগ্রহ করলাম। এই তথ্য সংগ্রহ করে আমরা ওখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বললাম। ঝাড়গ্রামকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে এলাম। প্রথমে 'রবীন্দ্রস্মরণি' এখান

লাল মাটির হাট বসে। মানুষজনের হাতের প্রতিভা লক্ষ করা যায়। তারপর গেলাম 'ডিয়ার পার্ক'। ওখানে বিভিন্ন জীবজন্তু - পশুপাখি দেখলাম। এই ক্ষেত্র সমীক্ষা শুধুমাত্র আমাদের পড়ার বিষয় ছিল না। এখানে ~~অচেনা অজানা~~ অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গ ও সাহচর্য আমাদের মনকে সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের মনকে উদার এবং প্রসারিত করে। এই উদারতা সকলকে ভালোবাসতে শেখায়। ঝাড়গ্রামের এই ক্ষেত্র সমীক্ষার স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

ক্ষেত্র সমীক্ষায় যাওয়ার জন্য আমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লাম 6:00 AM নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড পৌঁছানোর জন্য। 6:30 AM নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড পৌঁছলাম এবং আমার সকল সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করলাম। তার 6:45 AM শ্রীহরি নামক বাসে উঠলাম মেচেদা স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য। প্রায় 1 ঘন্টা পর চন্ডীপুর পৌঁছলাম ওখানে স্যার (অধ্যাপক শুভাশিস দাস) বাসে উঠলেন, আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করলেন। 8:45 AM সবাই মেচেদা স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনে কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর হাওড়া খড়গপুর লোকাল ট্রেন ধরে খড়গপুর পৌঁছলাম 10:30 AM, স্টেশনে ম্যাম (অধ্যাপিকা মিনাক্ষী দাস) আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন, প্রায় 1 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর 11:45 AM খড়গপুর টাটা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে ঝাড়গ্রাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছলাম 12:30 pm, ঝাড়-গ্রাম স্টেশন থেকে টোটো ধরে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত গন্তব্য-স্থলের দিকে রওনা দিলাম। তারপর আমরা Field camp-এ গিয়ে Fresh হয়ে খাওয়া শেষ করে স্যার ও ম্যামের সঙ্গে বেড়িয়ে গেলাম pilot survey-এর জন্য। মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আমাদের সমীক্ষা কেন্দ্র (সিরিষচক গ্রাম) পৌঁছলাম। গ্রামে গিয়ে কিছু সময় পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখলাম ও গ্রামের কয়েক জন লোকের সঙ্গে কথা বললাম। তথ্য সংগ্রহের সময় তাদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষায় মিল ছিল না। তাই আমার খুব সমস্যা হয়েছিল পরে তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করে আমি তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ করতে শুরু করলাম।

আলোক চিত্র

গ্রামের স্কুল (I-V)

কুঁয়ো (ব্যবহারিক জলের উৎস)

গ্রামের রাস্তা (পিচ রাস্তা)

একতলা বাড়ি (পাকা)

কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি

পাকাঘর সহ অ্যাজবেস্টরি ছাউনি

মাটির দেওয়াল সহ খড়ের ছাউনি

একতলা পাকাবাড়ি

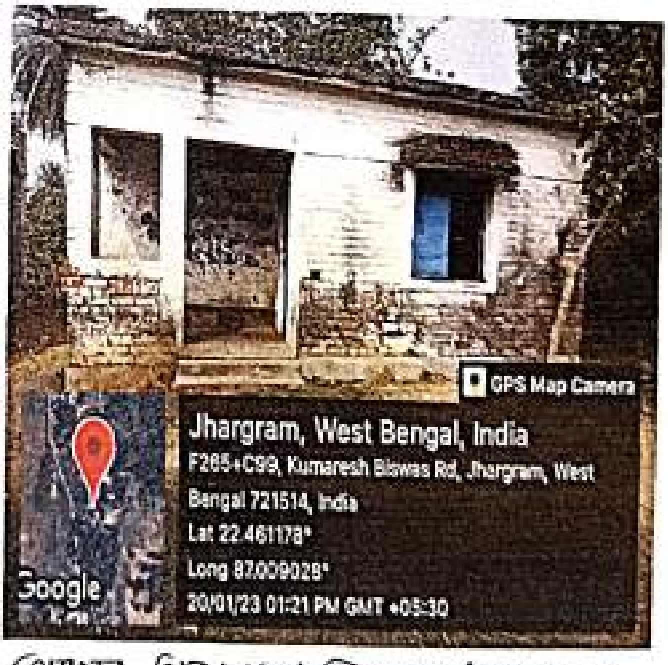

গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (I.C.D.S)

ক্লাব (বিনোদনের জায়গা)

গ্রামের প্রবেশ পথ

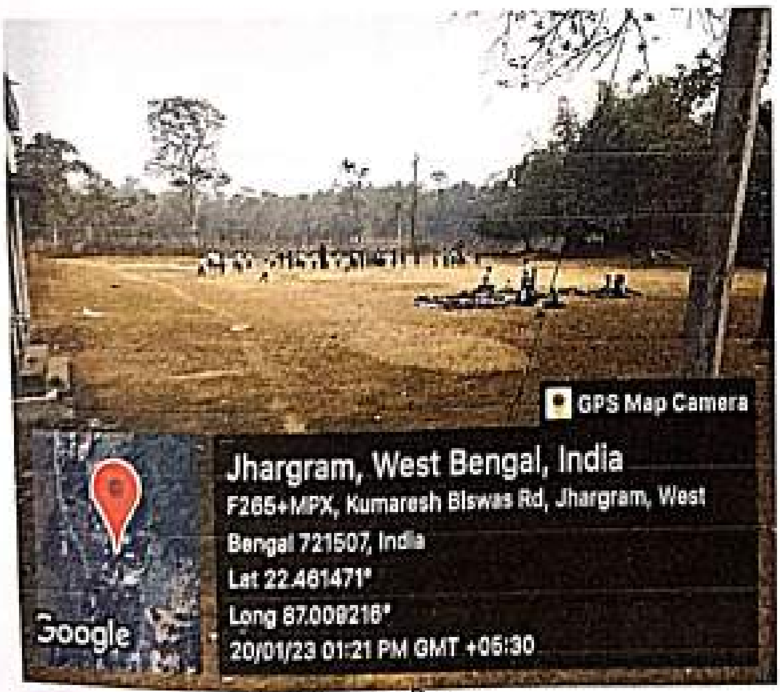

খেলার মাঠ

স্কুল

শ্মশান

আঘান চিকুরের স্থান

ঢালাই রাস্তা

মুদি দোকান (নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র)

Field Camp (Akash Banquet)

জাহের থান

আমরা এবং দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা

মাটির দেওয়াল পলিথিনের ছাউনি

পানীয় জলের উৎস

মাটির দেওয়াল + অ্যাসবেস্টসের ছাউনি

দোতলা অ্যাজবেস্টারের সহ মাটির বাড়ি।

বৈদ্যুতিকরণ